মীরা দেবী ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর
বিবাহ উপলক্ষে মুদ্রিত

প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

"হাল্‌কা সুরে

কঠিন কথাটাই

শুনিয়ে দিতে চাই"

# চরিত্র

| | | |
|---|---|---|
| কেষ্ট--বেকাব যুবক | .. .. . | বয়স ২৬ |
| রাণী—ঐ ভগিনী | ... ... ... | বযস ২১ |
| তারাপদ বন্দ্যো—জনৈক কোম্পানী ম্যানেজাব | – | বযস ৪৫ |
| লিলি— | ঐ স্ত্রী . ... | বয়স ৩২ |
| মিলি— | ঐ শ্যালিকা .. .. | বযস ২২ |
| ডেজি— | তাবাপদব কন্যা | বয়স ৯ |
| গণেশ বাবু— | তাবাপদ বন্দ্যোব কেবাণী | বযস ৫০ |
| মণ্টুদা — | পাড়াব ছেলে .. | বযস ১৬ |

কেষ্টর মা, মেথব, দবওযান, চাকুবীপ্রার্থিগণ, ভৃত্য বাম ইত্যাদি—



নাটকটি অভিনয় করিতে হইলে, কিংবা অভিনয় সম্বন্ধে কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

দেবাংশু সেনগুপ্ত
প্রফেসর বাড়ী, কলিকাতা—৩১

## প্রথম দৃশ্য

(স্থান—কেষ্টর শয়ন কক্ষ। ঘরে আসবাব বেশী নাই। একখানা সাধারণ খাট। একটি বড় টেবিল। একটি টাইম-পিস্ ঘড়ি। টেবিলের উপর রাশীকৃত বই অগোছাল ভাবে রহিয়াছে; কয়েকখানা বই মাটিতেও গড়াগড়ি যাইতেছে। মেঝেতে একটা কুঁজা সম্পূর্ণ কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে; দেখিলেই বুঝা যায় তাহাতে একটুও জল নাই। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে, কাল—প্রভাত।

খাটে সূক্ষ্ম নেটের মশারী ফেলা। তাহার মধ্যে পরম নিশ্চিন্ত মনে কেষ্ট ঘুমাইতেছে। মশারীর সামনের দিকটা খাট হইতে আলগা হইয়া ঝুলিতেছে। নীচে পড়িয়া আছে একটি কোল-বালিশ,—দেখিয়া বুঝা যায় যে উহা মশারীর ঐ ফাঁক দিয়াই নীচে পড়িয়াছে। খাটের মাথার দিকে একখানা বাঁধান ফ্রেমে ঝুলান মোটা হরফে লিখা একটি কার্ড—"এ জীবন নহে শুধু সুখ ভোগ তরে,

কঠিন কর্ত্তব্য আছে মাথার উপরে।"

ভিতর হইতে দরজা ঠেলিয়া ঝাঁটা হস্তে রাণীর প্রবেশ। সে ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িল। তাহার মাথা নাড়া দেখিয়া মনে হয় ঘরের এইরূপ অবস্থা সে নিত্যই দেখে এবং নিত্যই সে ঘরখানাকে গুছাইয়া রাখে। সে একবার ঝুলান মশারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝাঁটাটা সশব্দে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর কুঁজাটা সোজা করিয়া রাখিয়া বইগুলি ঠিক করিতে লাগিল, বইগুলি গুছান শেষ হইলে ঘড়ির দিকে তাহার নজর পড়িল)—

বাণী— (স্বগতঃ) বেলা বাজে সাড়ে আটটা, বাবুর এখনো ঘুমই ভাঙ্গলো না। আবার ঘটা করে 'মটো' ঝুলানো হয়েছে, (ব্যঙ্গ স্বরে) এ জীবন নহে শুধু সুখভোগ তরে, কঠিন কর্ত্তব্য আছে মাথার উপরে! দাদার ঘুম না ভাঙ্গলে ঘরটাই বা ঝাঁট দি কি করে? ছোট বোন হবার বিপদ ত আর একটা নয়, ডেকে ঘুম ভাঙ্গালে তাঁর দিন খারাপ যাবে, আর যদি ঝাঁটার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে ত পোড়ারমুখী বলে ঘর থেকেই বার করে দেবেন। এখন আমি করি কি? চিন্তিত ভাবে এদিক ওদিক তাকাইল) ঠিক! (টাইমপিস্ ঘড়িটার এলামে দম দিতে দিতে স্বগতঃ) খনার বচনে নিশ্চয়ই এলাম ঘড়ির নাম নেই (কাঁটা ঘুরাইতে এলার্ম বাজিয়া উঠিল এবং নড়িয়া উঠিল খাট শুদ্ধ মশারী মশারী হইতে কেষ্ট মাথা সমেত অর্দ্ধেক শরীর বাহির করিয়াই আবার হাতে চোখ ঢাকিয়া মশারীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল)

বাণী— আজকে আবার কি হল? আবার শুলে যে? (উত্তরে কেষ্ট মশারী হইতে দক্ষিণ হস্তটী প্রসারিত করিয়া গলা দিয়া একটা গোঁ গোঁ মত শব্দ করিতে লাগিল। বাণী কতক্ষণ এদিক ওদিক তাকাইয়া অবশেষে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল)

বাণী— ও তাই বল! (ঝাঁটাটা দরজা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া) নাম করতে নেই বুঝি?

কেষ্ট— (রাগত ভাবে উঠিয়া বসিয়া মশারীটা একধারে ঠেলিয়া দিল) এত পই পই করে বলি, সকাল বেলাটা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিস্। ওসব অপয়া জিনিষ আমার ঘরে আনিসনা, তা তোরা কিছুতেই শুনবিনা। কেন বেকার বলে কি আমি তোর দাদা নই?

বাণী— (ঈষৎ তর্কস্বরে) ঝাঁট দেবো না, ঘর গুছোবোনা ?

কেষ্ট— না, না, না! আমার ঘরে কাউকে আসতেও হবে না, ঝাঁট দিতেও হবে না, গুছোতেও হবে না। বলি গুছোনা মানে কি ? (জোর দিয়া) গুছোনো মানে কি ? আমি একখানা কাপড় নিশ্চিন্ত মনে বিছানার ওপর ছেড়ে রেখে গেলাম, ফিরে এসে নিশ্চিন্ত মনে পরব বলে। আর তুমি কি করলে ? সেই কাপড় খানাকে বিছানা থেকে সরিয়ে, তাকে আর চেনা যায় না এমন একটা রূপ দিয়ে, আলনার আর দশ-খানা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে—

বাণী— (বাধা দিয়া) লুকিয়ে—?

কেষ্ট— তাছাড়া কি ? আমি ত আর খুঁজে পাই না।

বাণী— (হাসিয়া ফেলিয়া) আর সবাই ত পায়।

কেষ্ট— আবার তর্ক!

(কতক্ষণ চুপচাপ)

বাণী — তাহলে এখন থেকে তোমার কোন কিছু গুছোনো কিংবা পরিষ্কার করবার দরকার নেই ?

কেষ্ট— (জোর দিয়া) না আমি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অর্থাৎ নেচারেল বিউটির উপাসক।

বাণী— কিন্তু বাইরে বার হবার সময় ত ধোপ দুরস্ত বিছানার চাদরটী সেজে বার হওয়া চাই। তখন নেচারেল বিউটি নিয়ে বার হতে পার না ?

(এবার একটা ভাল হাতে ঝগড়া বাধিত, কিন্তু বাধা পড়িল। নেপথ্যে "বাবা কেষ্ট, উঠেছিস্ বাবা" বলিয়া দুইবার ডাকিয়া একবাটি দুধ ও এক গ্লাশ জল লইয়া মায়ের প্রবেশ। মা অতিমাত্রায় স্নেহশীলা

মা, ঠিক যেমনটী হইলে ২৬ বছরের একটি জোয়ান ছেলেকে দুগ্ধপোষ্য করিয়া রাখিতে পারে।)

মা— এই যে উঠেছিস বাবা! সকাল থেকে তিন বার দুধটা গরম করলাম, (অনুনয়ের স্বরে) এবার খেয়ে ফেল বাবা।

কেষ্ট— মুখ ধুইনি মা, (গম্ভীর হইয়া) না দুধ আমি খাব না। আর কোন দিন খাব না—

মা— সে কি রে! দুধ না খেলে বাঁচবি কি করে? ও কথা বলিস্ নি বাবা।

কেষ্ট— চাকরী না হলে ত খাবই না। কালকে বাবার অত কথার পর—(গুম হইয়া রইল)।

মা— (চোখ মুছিয়া) চাকরী ত একদিন হবেই বাবা, ততদিন ত বাঁচতে হবে!

কেষ্ট— না, চাকরী আমার হবে না। এই অপয়া মেয়েটাকে যতদিন তোমরা বিদায় না করছ ততদিন ত আমার চাকরী কিছুতেই হতে পারে না। (প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে রাণী আগাইয়া আসিল, কেষ্ট তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া চলিল)। একদিন ডেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমার সমস্ত দিনটাই মাটী করবেন। একদিন তিনি ঝাঁটা হাতে আবির্ভূতা হবেন। সকাল বেলা উঠতেই বাধা পেলে, চাকরীতে বাধা পড়বে না?

রাণী— আচ্ছা দাদা, তুমি না এম, এ, পাশ করেছ, তুমি না শিক্ষিত! আর তুমি বিশ্বেস কর ঐ ঝাঁটাতে?

কেষ্ট— ঝাঁটাতে বিশ্বেস করব নাত কিসে বিশ্বেস করবো?

রাণী— কেন, ভগবানে।

কেষ্ট— ভগবানে একদিন আমার বিশ্বাস ছিল না মনে করিস? খুব ছিল। তোদের মতই ছিল। কিন্তু তিন বছর বেকার থাকার পর ভগবানের ওপর আস্থা আস্তে আস্তে কমে গেছে।

রাণী— (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) আর ঝাঁটা, ধোপা, মেথর, এসবের ওপর আস্থা আস্তে আস্তে বেড়েছে, এইত?

কেষ্ট— (অত্যন্ত হতাশ ও বিমর্ষভাবে) ভগবান অপ্রত্যক্ষ, ঝাঁটা প্রত্যক্ষ।

রাণী— তা বেশ, জানা রইল, তোমার বিয়ের সময় শালগ্রাম শিলার বদলে ঝাঁটা সাক্ষী করে বিয়ে কোরো।

কেষ্ট— মা, এই অসভ্য মেয়েটাকে তোমরা কবে পার করবে?

মা— চেষ্টার কি আর ত্রুটি হচ্ছে বাবা, উনি ত হিমসিম খেয়ে গেলেন। তুইও ত একটু চেষ্টা করলে পারিস বাবা কেষ্ট।

রাণী— (অভিমানের স্বরে) তোমরা ত আমাকে পার করতে পারলেই বাঁচ। আমি বিয়ে করব না।

কেষ্ট— (ধমক দিয়া) থাম থাম্, আর ন্যাকামো করতে হবে না। মুখে বিয়ে করব না, শেষে নাচতে নাচতে পিঁড়িতে গিয়ে বসবি। বড়দিকে দেখলাম, মেজদিকে দেখলাম, আমার জানা আছে।

রাণী— (ঝগড়ার সুরে) আমারও জানা আছে—

মা— তুই যাত রাণী, বাছাকে আমার দিক্ করিস না, বাবা কেষ্ট, দুধটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা, খেয়ে ফেল বাবা।

রাণী— ইঃ কেন খাব? তোমার ২৬ বছরের বুড়ো ছেলে হলেন বাছা, আর আমি কেউ নয়! (ব্যঙ্গ করিয়া) একটা ঝিনুক আনব দাদা?

(ইহার উত্তরে কেষ্ট একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিল। মা কথাটা শুনতে পান নাই মনে হইল, তিনি তন্ময় হইয়া কেষ্টকে বলিয়া চলিলেন। ইতি মধ্যে কেষ্ট দুধটা খাইয়া ফেলিল।

মা— এইত বেশ হয়েছে বাবা। শরীর টিকলে তবে ত চাকরী? এবার তোকে পঞ্চাননতলার মাদুলীটা আনিয়ে দেব।

কেষ্ট— (সভয়ে) সাতটা ত হয়েছে মা, আর থাক (কেষ্ট বুকের ভিতর হইতে পৈতের ঝুলান এক গোছা মাদুলী বাহির করিল। মা গুনিয়া দেখিলেন ঠিক আছে) এবং রাণীকে একটা আনিয়ে দিও ওর বিয়ের জন্য।

রাণী— (খেপিয়া গিয়া) থাক আর পরোপকারে কাজ নেই। আমি তোমার মত সুপারষ্টিসাস্ নই, আমার একটা পৃথক সত্ত্বা আছে।

কেষ্ট— তোর আর কি, বি, এ, পাশ করে বসে আছিস, নিত্যি নতুন ক্রীম আসছে, স্নো আসছে, ঝকঝকে শাড়ী আসছে আর নিশ্চিন্ত মনে চেহারার জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করছিস। আমার মত ফ্যা ফ্যা করে চাকরীর জন্য ঘুরতে হত দেখতাম কোথায় থাকত তোর ঐ ভিকসনারী মার্কা সত্ত্বা আর কোথায় থাকতিস তুই। মেয়েরা ত বয়স হলেই উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সমানে ডেঁপোমি করবার অবাধ ছাড়পত্র পায়। ছেলেদের উপযুক্ত হওয়া অত সহজ নয়, জানিস?

(রাণী ইহার উত্তরে কিছু একটা মুখের মত জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। ঠিক সেই সময়

বৃদ্ধ ভৃত্য রাম একরাশ চিঠি লইয়া "হেই গো দাদাবাবু" বলিয়া চৌকাঠের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। চিঠিগুলি হাত হইতে ছিটকাইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া গেল)।

কেষ্ট— (অত্যন্ত অবাক হইয়া) তুই যেন ব্যাগ ট্যাগ লুট করিসনি ত রাম? এত চিঠি কার?

রাম— আঁজ্ঞে আপনার দা' বাবু।

কেষ্ট— সব আমার।

বাণী — বলিস কি রাম!

মা — হে ঠাকুর হে ঠাকুর, আমার কেষ্টকে রক্ষা করো, হে ঠাকুর। } সমস্বরে

কেষ্ট— (কম্পিত হস্তে দুই একখানা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) তাইত, তাইত, সব যে আমারই চিঠি, সবই যে চাকরীর ইণ্টারভ্যুর চিঠি। আমি জেগে আছি ত? (মেঝেতে পদাঘাত) না ঠিকই ত। (আর দুই একখানা খাম তুলিয়া লইয়া) না কোনই ত ভুল নেই, কি হল আমার (মাথায় হাত দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া কেষ্ট চক্ষু মুদিল। বাণী নিঃশব্দে, ও মা "বাবা কেষ্ট" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া আগাইয়া গেলেন কিন্তু রাম এক লাফে বিছানার কাছে গিয়া তাহাদের বাধা দিল)।

রাম— মা, জল, পাখা, পুরাণো ঘি, শিগগিরই (মায়ের প্রস্থান)। আপনি ছোঁবেননি দিদিমণি, ব্যামো আরো বেড়ে যাবে। ওনার যা রাগ আপনার ওপর (বাণীর প্রস্থান)। (কেষ্টর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) ভাগ্যিস আপনি ছাতে ছিলেন না দা' বাবু!

(পাখা ও পুরাণো ঘি লইয়া মায়ের প্রবেশ। পিছনে এক ঘটি জল লইয়া রাণীর প্রবেশ। রাম পুরাণো ঘি ও জল কেষ্টর মাথায় মাখিয়া দিল। রাণী পর্য্যবেক্ষণের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল। মা মাথায় কতক্ষণ পাখার বাতাস করাতে কেষ্ট চোখ মেলিল)।

মা— (কেষ্টর মাথার উপরে কতকটা ঝুঁকিয়া) এখন ভাল মনে হচ্ছে বাবা? (কেষ্ট মাথা নাড়িয়া সুস্থ মানুষের মত উঠিয়া বসিতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু আলগা হইয়া আসিলেন।

রাম— (যুক্ত করে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া) ভাগ্যিস আপনি ছাতে ছিলেনা দা' বাবু!

রাণী— কেন ছাতে থাকলে কি হত রাম?

রাম— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তবে যখন শুনবেনই, বলি। শম্ভু রাজমিস্ত্রির কাছে আমি লটারীর টিকিট বেচেছিনু। আমি টেলী হাতে শম্ভুর খোঁজে গেনু। দেখি সে পাঁচতলা ছাতের কার্ণিসে বসে কলি ফেরাচ্ছে। আমি নীচে থেকে ডেকে বলনু, শম্ভু লটারী পেয়েছিস, সতের হাজার টাকা। শম্ভু অমনি "কেয়াবাৎ" বলে ঐ পাঁচতলা ছাতের ওপর থেকে এক লাফ। একবার ভেবে দেখলে না, কি করছি, তারপর ব্যস্।

রাণী— (রুদ্ধ শ্বাসে) কি হল?

রাম— (হাত ঘুরাইয়া চোখ উলটাইয়া) ঐ যে বলনু, 'ব্যস'।

মা— (ভয় পাইয়া কেষ্টর দিকে আগাইয়া) বাবা কেষ্ট, বেঁচে আছিস বাবা।

কেষ্ট— (মাকে নিরস্ত করিয়া বিরক্তির সহিত) দেখতেই পাচ্ছ বসে

আছি। (খাট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তোমরা এখন যাও ত মা, আমার অনেক কাজ আছে। (মা ও রাণের প্রস্থান)

রাণী— একসঙ্গে এতগুলি চিঠি কি করে এল, বলনা দাদা!

কেষ্ট— এল কি আর অমনি অমনি। শোন তবে. আগে ত শুধু প্রফেসরীর দরখাস্ত করতাম কিন্তু জবাব পেতাম না একটারও। দিন কয় আগে একটা বুদ্ধি মাথায় এল। তাছাড়া মনে হচ্ছিল বড় আর কিছু চাইনা. কোন রকমে হাত খরচাটা চলে যাওয়ার মত একটা চাকরী পেলেই হল। তাই করলাম কি, দৈনিক যত কাগজে যত 'আবশ্যক' আছে সবেরই জন্য দরখাস্ত করতে সুরু করলাম। স্কুল মাষ্টারী কুছ পরোয়া নেই, কত এম. এ-ই ত স্কুল মাষ্টারী করছে। কেরানীর কাজ, তার জন্যও দরখাস্ত দিলাম। কমপাউণ্ডারী? ভাবলাম, ও বাড়ীর হাবুল যখন পারে, আমি পারব না? দিলাম দরখাস্ত। এমন কি "পাত্র আবশ্যক" ওটাই বা বাদ যায় কেন? তার জন্যও দরখাস্ত সুরু করলাম, বিশেষতঃ তাতে যদি টাকার উল্লেখ থাকে। (চিঠিগুলি দেখাইয়া) তারই ফল এইগুলি. বুঝেছিস্? (গর্ব্বের সহিত) ওমনি ওমনি আসেনি, হুঁ। (হঠাৎ ঘড়িটার দিকে নজর পড়িতে) আরে আরত একটুও সময় নেই! (অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া) এখন আমি কি করি? আমার যে এখনও মুখ ধোয়াও হয়নি। (উচ্চ স্বরে) রাণী, ও রাণী।

রাণী— (পিছন হইতে স্বরে উচ্চতার ভাণ করিয়া) আমি তেতলায় যাইনি। এখানেই আছি।

কেষ্ট— (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ আছিস্। আমার কাপড়,

জামা, মুখ ধোয়ার জল, শিগগিব। (রাণীকে প্রায ঠেলিয়া দিয়া) তাডাতাডি যা লক্ষীটি বোন।

রাণী— (মেঝেতে অবস্থিত জলেব ঘটিটা দেখাইযা যাইতে যাইতে) ঐ যে ঘটিতে জল আছে, মুখ ধোও ততক্ষণ, হুঁ, এখন লক্ষীটি বোন। (প্রস্থান)

(কেষ্টও দবজা দিয়া জলের ঘটি লইযা বাহিরে গেল। ইত্যবসরে মার প্রবেশ)

মা— বাবা কেষ্ট, কোথায় গেলি বাবা? (প্রস্থান)

(কেষ্ট ফিবিয়া আসিয়া মেঝে হইতে কয়েকখানা চিঠি উঠাইয়া খাম ছিঁড়িল। এমন সমষ কোঁচান ধুতি ও ফর্সা পাঞ্জাবী হাতে রাণীব প্রবেশ। কেষ্ট ত্রস্তে ব্যস্তে বাণীব হাত হইতে কাপড পাঞ্জাবী লইয়া পাশেব ঘবে চলিয গেল। বাণী চিঠিগুলি উঠাইয়া টেবিলেব উপর গুছাইতে লাগিল)।

কেষ্ট— (সুসজ্জিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া) এখন কোন ইণ্টারভিউ-টায় প্রথম যাই? (একখানা চিঠি টেবিল হইতে উঠাইযা লইয়া বাহিরের দরজার দিকে যাইবাব পথে খুলিয়া পডিয়া) বাবা, এযে ট্যাংরা বোড! দেখি এর চেয়ে কাছে কোথাও আছে কি না (ফিরিয়া আসিয়া ত্রস্তভাবে আরেক খানা চিঠি তুলিয়া পুনঃ যাত্রা করিল। (চিঠি খানা খুলিয়া) টরপেডো বণ্ডো। ২এ, নেতাজী সুভাষ রোড, (চিঠিটা পকেটে ফেলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া) এটা বোধ হয় চলতে পারে। (দরজাটা খুলিতে যাইবে এমন সময় মায়ের প্রবেশ)।

মা— একি, শুকনো মুখে কোথায় চলেছিস কেষ্ট?

কেষ্ট— (অতিমাত্রায় বিরক্তির সহিত) ধেত্তরি ছাই, আবার পিছু ডাকে! (ফিরিয়া আসিয়া খাটে বসিল)।

মা— (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) কোথায় যাচ্ছিলি বাবা?

কেষ্ট— (হতাশ ভাবে) যাচ্ছিলাম ত চাকরীর জন্যই।

মা— (অনুতাপের সুরে) তা যা বাবা, যা। যাত্রাটা বদলে যা। মা পেছু ডাকলে কিছু হয় না। যা ত মা রাণী, খোকাব আরেক প্রস্থ কাপড়-জামা নিয়ে আয়। (রাণীর প্রস্থান)। (চেঁচাইয়া বাণীর উদ্দেশ্যে) আর একটু ঠাকুরের নির্ম্মাল্যও আনিস, শুনেছিস? (কেষ্টর প্রতি) এবার একটি বিয়ে কর বাবা।

কেষ্ট— ব্যস্, ব্যস্, ব্যস্। নাও এখন থেকেই আগাম গাইতে সুরু কর!

(নির্ম্মাল্য এক হাতে, অপর হাতে জামা-কাপড লইয়া রাণীর প্রবেশ। মা হাত বাড়াইয়া নির্ম্মাল্যটুকু লইলেন। কেষ্ট খাট হইতে উঠিয়া জামা কাপড়ের জন্য হাত বাড়াইল)।

বাণী— (কেষ্টব হাতে জামা কাপড় ন্যস্ত করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে) যাও যাত্রা বদল করে এসো গিয়ে। (কেষ্টর প্রস্থান)। (মাকে) দাদার যে এত মানামানি এর জন্য দায়ী তুমি।

মা— আমি কি এমন করে মানতে বলেছি মা? সবই অদৃষ্ট।

বাণী— পথটা ত তুমিই দেখিয়েছ। কোন সমাজতন্ত্রী দেশ হলে এজন্য তোমার জেল পর্য্যন্ত হতে পারত, জান? ছেলেকে মানুষ নামের অযোগ্য করে তোলা মায়ের পক্ষে সামান্য অপরাধ নয়।

মা— (ক্রন্দনের স্বরে চোখ মুছিতে মুছিতে) আমাকে আর ছেলে মানুষ করা শেখাসনি রাণী। কি কুক্ষনেই যে তোকে লেখা-

পড়া শিখতে দিয়েছিলাম (ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন)। (সজ্জা বদলাইয়া কেষ্টর প্রবেশ) এই নির্ম্মাল্যটুকু কপালে ছোঁয়া বাবা (কেষ্ট মায়ের হাত হইতে নির্ম্মাল্য লইয়া কপালে ছোঁয়াইল)। এখন পকেটে রাখ। (উৎকণ্ঠিত ভাবে টেবিলের চিঠিগুলির দিকে তাকাইয়া) ঐ সবগুলি চাকরীই যেন নিসনি বাবা।

কেষ্ট— (দরজা অভিমুখে পা বাড়াইয়া) সব চাকরীগুলিই তোমার ছেলেকে যেন কেউ দিয়ে বসেছে। (দরজা খুলিয়া বাহিরে পা দিতে যাইবে আঁতকাইয়া পিছন দিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। (রাণী ও মা ছুটিয়া আগাইয়া গেলেন)।

মা— } (সমস্বরে) { কি হল কেষ্ট, কি হল বাবা ?
রাণী— } আবার ফিট্‌ নাকি ?

কেষ্ট— (মেঝে হইতে উঠিয়া রাগের সহিত) হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ব্যাটা কাজ করতে আসবার আর সময় পেলে না, (বাহিরে ঝাঁটার শব্দ) এমন মেথর যে কেন রাখ তোমরা বুঝি না, (স্বগত, হতাশ ভাবে) এখন আমি করি কি ? (মেথর আসিয়া ঝাঁটা হস্তে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল) হায় মা কালী, এযে আমার ঘাড়ে উঠতে চায় !

মেথর— এ মা জী, হামারা কেয়া কসুর হুয়া ?

মা— (ব্যস্ত ভাবে) বলনা রাণী, ওকে একটু পরে আসতে। (রাণী দরজা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল)।

রাণী— এবার যাও দাদা, তোমার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছি, মিলিটারীর রক্ত তোমার শরীরেও দেখছি ভাপাস্‌ যাইনাস

এনগেজ করা দরকার। (সুর বদলাইয়া) এবার তোমার যাত্রা বদলের কি ব্যবস্থা করি বলত? কাপড় ত আর নেই। (এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘরের এক কোন হইতে একটা ছাতা আনিয়া কেষ্টর হাতে দিল) এইটে নিয়েই না হয় যাত্রা বদল কর

(কেষ্ট দরজার নিকটে গিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ছাতা হস্তেই যুক্ত কর হইল)

মা— (পিছন হইতে) দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ, দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ।

কেষ্ট— দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ,

রাণী— (যোগ দিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে) দুর্গা দুর্গা, গণেশ, গণেশ......
(কেষ্টর প্রস্থান। রাণী তবুও বলিয়া চলিল) দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ......



# দ্বিতীয় দৃশ্য

[তারাপদ বন্দ্যোর অফিস, জেনারেল অফিসের মাত্র একাংশ দেখা যাইতেছে, বাকীটা পার্টিশন দিয়া আড়াল করা। পার্টিশনের এপাশে (ষ্টেজের সম্মুখ দিকে) করিডর, জেনারেল অফিসের আরেক ধারে (ষ্টেজের একপাশে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ) আরেকটি পার্টিশন দিয়া আড়াল করা তারাপদ বন্দ্যোর খাস-কামরা। তারাপদ বন্দ্যো প্রৌঢ়। তিনি খাস-কামরায় বসিয়া ফাইল উল্টাইতেছেন ও পাইপ টানিতেছেন। জেনারেল অফিসের মাত্র তিনজনকে বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। একজন মহিলা টাইপিষ্ট, বাঙ্গালী, ঠিক খাস কামরার পার্টিশনেব গায়েই বসিয়া টাইপ করিতেছেন। একজন প্রৌঢ় কেরাণী (হেড ক্লার্ক) বিরাট এক লেজারের উপর দোয়াৎ চাপাইয়া আঁক কষিতেছেন, সম্মুখের পার্টিশনের আড়ালে বসিয়া আরেকজন কে কাজ করিতেছে তাহার শুধু হাত দেখা যায়। আরও একখানা চেয়ার ও টেবিল সাজান রহিয়াছে করিডর দিয়া ঢুকিবার রাস্তার উপরেই, তাহাতে লোক নাই। বুঝা যায়, অফিস সবে মাত্র খুলিয়াছে।

পর্দা উঠিতেই দেখা গেল কডিডরে চাকুরী প্রার্থীগণ ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একজন চাপরাশী করিডরটা ঝাঁট দিতেছে।]

এক নং চাকুরী প্রার্থী—এ দেখছি ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার মতলব রে বাপ!

দুই নং ঐ—এই ভেইয়া, দেখোনা আউর কেৎনা দেরী হ্যায়।

চাপরাশী—সোবুর করেন, সোবুর করেন, সাহেব ত আভি আসৃছে।

তৃতীয় চাকুরী প্রার্থী—আর কত সবুর করব বাবা। ঠায় এক ঘণ্টা ত

দাঁড়িয়ে আছি। ১০টায় যখন অফিস খোলে ৯টায় আসতে বলা কেন রে বাবা!

চাপরাশী—(পার্টিশন ঝাড়িতে ঝাড়িতে নির্লিপ্তকণ্ঠে) চাকরী মিলতে ইচ্ছা করলে, কোষ্টো কোবতেই হয়।

(ত্রস্তে ব্যস্তে কেষ্টর প্রবেশ, হাতে একখানা বই ও ছাতা)

কেষ্ট— হায় মা কালী, এখানেও ঝাঁটা? না! (বলিয়াই চক্ষু মুদিয়া জেনারেল অফিসের দিকে ডাইভ করিতে চাপরাশীর সঙ্গে মুখোমুখী ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। চাপরাশী নাক চাপিয়া 'মার ডালা বাপস্' বলিয়া বসিয়া পড়িল)

এক নং চাকুরী প্রার্থী—(অস্ফুট স্বরে, স্বগত) খুব হয়েছে, যেমন আমাদের ঝাঁটার বাড়ি খাওয়াচ্ছিলি।

দুই নং ঐ—ইনি আবার কে এলেন, লাট সাহেবের নাতি নাকি?

(চাপরাশী ইসারা করিতে চাকুরী প্রার্থীগণ পিছাইয়া ষ্টেজের বাহিরে চলিয়া গেল)।

কেষ্ট—(বহু কষ্টে নিজের যন্ত্রণা গোপন করিয়া) টর্পেডো বাবু আছেন?

লেডি টাইপিষ্ট—টর্পেডো!

হেড ক্লার্ক—জার্ম্মানীর?

কেষ্ট— না মশাই, মিঃ টরপেডো বণ্ডো।

হেড ক্লার্ক—মিঃ তারাপদ বন্দ্যো বলুন।

কেষ্ট— (সপ্রতিভ ভাবে চিঠি খানার উদ্দেশ্যে পকেটে হাত দিয়া) তবে লিখেছেন কেন টর্পেডো? (পকেট হইতে চিঠি বাহির না হইয়া নির্ম্মাল্য বাহির হইলে, স্বগত) ঐ যাঃ জামা বদল করবার সময় চিঠিটা ত বাড়ীতেই রয়ে গেছে!

ম্যানেজার—কে এসেছেন গণেশ বাবু? আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

হেড ক্লার্ক—(কেষ্টকে) ঐ যান ডাকছেন।

কেষ্ট— (জেনারেল অফিসের ভিতর দিয়া ম্যানেজারের খাস কামরায় ঢুকিল এবং বিনা দ্বিধায় চেয়ারে গিয়া বসিল) আমায় আপনারা ডেকেছেন কেন বলুন ত ?

ম্যানেজার—(এ প্রশ্নে প্রথমটা কিছু হকচকাইয়া গেলেন, পরে সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিলেন। স্বভাবতঃই তিনি কেষ্টকে একজন বিনীত চাকুরীপ্রার্থী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই) আজ্ঞে কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটা ?

কেষ্ট— আমার নাম কেষ্টধন চট্টরাজ।

ম্যানেজার—(অতি আপ্যায়িত ভাবে) ইউ মিন, কে, ডি, চট্টরাজ, মিলিয়নেয়ার, লক্ষপতি, অ্যাম আই রাইট ?

কেষ্ট—আজ্ঞে না। আই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ মাই ফরচুনেট নেমসেক।

ম্যানেজার—(এই সংবাদে তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। লোকটাকে অতিমাত্রায় অহেতুক খাতির করাতে নিজের উপর খুব বিরক্ত হইয়া) গণেশ বাবু। (গণেশ বাবুর প্রবেশ)

গণেশ বাবু—স্যার ?

ম্যানেজার—এই ভদ্রলোককে আমরা কেন ডেকেছি ?

গণেশ বাবু—(স্পষ্টতঃ পাশের ঘর হইতে তিনি সমস্ত শুনিতেছিলেন) সেই চাকরীটার জন্য ইনি একজন ক্যাণ্ডিডেট।

ম্যানেজার—বটে ? (কেষ্টর দিকে চাহিয়া) আপনি এই অফিসে একখানা দরখাস্ত দিয়েছিলেন ?

কেষ্ট— আজ্ঞে, দরখাস্ত ত কতই দিয়েছি, কোনটা ?

ম্যানেজার—৩০৲ টাকা মাইনের একটা কেরাণীগিরির (কথার-সুরে প্রকাশ পাইল যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কেষ্টকে দিয়া

তাঁহার চলিবে না এবং তাহাকে তিনি বিদায় করিতে চান)। আপনার অভিজ্ঞতা ?

কেষ্ট— (হতাশ সুরে) সে সুযোগ আর আপনারা দিচ্ছেন কৈ !

ম্যানেজার—কোশালিফিকেসনস্ ?

কেষ্ট—এম, এ ফিলজফিতে।

ম্যানেজার—ড্যাম ইয়োর ফিলজফি। যোগ বিয়োগ কষতে পারেন ?

কেষ্ট— (আহত হইয়া) না পারার কি ?

ম্যানেজার—(দেরাজ হইতে বড় লেজার বইএর ছয়খানা ছেঁড়া পাতা বাহির করিলেন) কষে নিয়ে আসুন ত এইটা। (তিনি নিজের ফাইলে মন দিলেন। কেষ্ট পাতা কয়খানা লইয়া জেনারেল অফিসের খালি টেবিলটায় লাইন গুনিতে বসিল)

কেষ্ট— সর্ব্বনাশ ! একশ তেতাল্লিশ লাইন ! এত বড় যোগ যে হতে পারে তাত স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। (মাথায় হাত দিয়া কষিতে লাগিল।)

(ইতি মধ্যে গণেশ বাবু একবার একখানা ফাইল লইয়া গিয়া ম্যানেজারকে দেখাইয়া কি সহি করাইয়া লইয়া আসিলেন। একবার টাইপিষ্ট মহিলাটি কলিং বেল টিপিল তাহাতে কেহ সাড়া দিল না। তারপর সে উঠিয়া গিয়া ম্যানেজারের টেবিলে একখানা কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া আসিল এবং অপর কয়েকখানা কাগজ লইয়া আসিল।

কেষ্ট— (স্বগত) যোগ বিয়োগ সম্বন্ধে কেমন একটা সনাতনী ধারণা হয়ে গিয়েছিল, নাঃ, না পারার কি, বলে বোধ হয় ভাল করলাম না (কাগজ হাতে একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া) জীবন মরণ সমস্যা, একবার মিলিয়ে দেখা ভাল। (বসিয়া আবার কষিল, তবে খুব তাড়াতাড়ি) মিলল না ত, তাইত (তিন চার

বার উঠ-বস করিয়া) তাইত ! (আরেকবার কষিল, এবার আরও তাড়াতাড়ি) কি যন্ত্রণা, এবার দেখি অন্ত আরেকটা বেজ্রান্ট হয়! (আর কয়েকবার উঠ-বস করিল তারপর গণেশ বাবুর নিকট সাহায্যার্থে গেল) শুনছেন, ও মশাই ? (গণেশ বাবু শুনিতে পাইলেন বলিয়া মনে হইল না, অধৈর্য্য হইয়া কেষ্ট লেজার খাতা ধরিয়া টান দিল, তিনি পূর্ব্বানুরূপ একটা বড় লেজারের উপর দোয়াত রাখিয়া লিখিতে-ছিলেন। কেষ্টর হ্যাঁচকা টানে দোয়াত হইতে খানিকটা কালি ঝলকাইয়া লেজারের উপর পড়িয়া গেল। তিনি হাঁ হাঁ করিয়া দোয়াতটা ধরিয়া ফেলিলেন) মাসে আপনাদের পাঁচশ টাকার ডাক টিকিট খরচ হয় ?

গণেশ বাবু—(যারপরনাই বিরক্ত হইয়া) হয় মশাই হয়, হল ?
(পুনরায় কাজে মন দিলেন)

কেষ্ট— দেখুন, আমার কেমন যেন বিশ্বেস হচ্ছে না।

গণেশ বাবু—এটা অফিস, রসিকতার জায়গা নয়।

কেষ্ট— (হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অঙ্কটা পুনরায় কষিতে চেষ্টা করিল এবং তাহার হাতটা অতি দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল) এই নিয়ে চার রকম হল (থামিয়া) দুত্তরি ছাই, কানের কাছে কেবল খট খট করলে কেউ অঙ্ক কষতে পারে ? (টাইপ রাইটারের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া লেডি টাইপিষ্টকে) প্লিজ ষ্টপ স্যাট খট খট। (টাইপিষ্ট কর্ণপাত করিল না, কেষ্ট পুনরায় অঙ্কে মন দিল) এই শেষ বার।

ম্যানেজার—হল আপনার ?

কেষ্ট— (অন্যমনস্ক ভাবে) এই শেষ বার। একশ তেতাল্লিশ লাইনের যোগ অঙ্ক! কেউ শুনেছে কখনও ?

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পাঁচ বার কষলাম। পাঁচ রকম ফল হল। এখন আমি করি কি? (অতি অনিচ্ছাভাবে পদক্ষেপ করিয়া ম্যানেজারের ঘরে প্রবেশ করিল। ম্যানেজার তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত কবিলেন)

ম্যানেজাব—কৈ গণেশ বাবু, হল আপনার? (দুই হাঁটুর উপর বৃহৎ লেজারটি স্থাপন করিয়া কুব্জ অবস্থায় ব্লটিং দিয়া কালি ঘষিতে ঘষিতে গণেশ বাবুর প্রবেশ)

ম্যানেজার—(ব্যাপারটা দেখিয়া) বুড়ো হয়ে গেলেন, তবু কালি না ঢেলে কাজ করতে পারেন না, আশ্চর্য্য!

গণেশ বাবু—আমি স্যার, স্যার আমি·········(নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া কেষ্ট তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না) এই ভদ্র লোক স্যার ফেলে দিয়েছেন। (ম্যানেজার বিরক্ত হইয়া কেষ্টর দিকে চাহিলেন, কেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া গণেশ বাবুর দিকে চাহিল। গণেশ বাবু তেমনি দোভাঁজ অবস্থায় ব্লটিং ঘষিতে লাগিলেন)।

ম্যানেজার—কৈ চিঠিটা হল? (লেডি টাইপিষ্ট উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিঠিটা মেসিন হইতে খুলিল)

লেডি টাইপিষ্ট—(সভয়ে চিঠিটার দিকে চাহিয়া প্রায় চীৎকার করিতে যাইতেছিল) সর্ব্বনাশ এখন আমি করি কি? (চারিদিকে হতাশ ভাবে চাহিল)

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর—বড় সাহেবের শালীর আবার ভয় কি? (লেডি টাইপিষ্ট ভীত ভাবে খাস কামরায় প্রবেশ করিল।)

ম্যানেজার—(তাড়াতাড়ি টাইপিষ্টের হাত হইতে কাগজ খানা দেখিয়া, যারপরনাই অবাক হইয়া) আরে, আজকে তোমাদের হল কি?

লেডি টাইপিষ্ট—মানে·········মানে·········(কেষ্ট পূর্ব্ববৎ পা হাত নাড়িয়া ইসারায় তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না) এই ভদ্রলোক মেসিনের ওপর হাত রেখে সব নষ্ট করে দিয়েছেন।

ম্যানেজার—দেখুন কেষ্টধন বাবু, আপনাকে ত আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বসতে দিতে সাহস হচ্ছে না। তা ছাড়া অঙ্কটাও ত হয়নি। এনি ফিফ্‌থ ক্লাসের ছেলে পারত। (উচ্চ স্বরে) চাপরাশী, চাপরাশী! সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল টিপিতে থাকিলেন। (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চাপরাশীর প্রবেশ)!

ম্যানেজার—(ফাটিয়া পড়িয়া) এই কেয়া হুয়া তোমকো, কেয়া হুয়া?

চাপরাশী—এই বাবু হুজুর, শিরসে মার দিয়া। (পুনরায় ক্রন্দন)

লেডি টাইপিষ্ট—শিরসে মার দিয়া! (দাঁতে দাঁত লাগিবার উপক্রম। পরে সামলাইয়া লইয়া পিছনের দরজা দিয়া পলায়ন।)

গণেশ বাবু—শিরসে মার দিয়া, কি সর্ব্বনেশে কথারে বাবা! গুঁতোর নাকি? (লোকে গুঁতোনো গরু যেমন ভাবে এড়াইয়া চলে তেমনি ভাবে কেষ্টর পাশ কাটাইয়া জেনারেল অফিসে প্রস্থান)।

ম্যানেজার—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কেষ্টকে) আচ্ছা নমস্কার। (ইঙ্গিত বুঝিতে কেষ্টর একটু দেরী হইল, তারপর আস্তে আস্তে প্রস্থান। চাপরাশীকে) এইনে বাবা চার আনা বকশিস্, আর কাঁদিসনি। (ম্যানেজার নিজের মনি ব্যাগ খুলিয়া একটি সিকি বাহির করিয়া চাপরাশীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। চাপরাশী তাহা কুড়াইয়া লইয়া চুপ

করিল। কিছুক্ষণ পরে পা টিপিয়া ভীত ভাবে লেডি টাইপিষ্টের প্রবেশ

লেডি টাইপিষ্ট—(ম্যানেজারের কাছে গিয়া) লোকটা গেছে জামাই বাবু?

ম্যানেজার—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, গেছে। (উচ্চ স্বরে) আজকে আর দেখা হবে না, বলে দিন গণেশ বাবু। গণেশ বাবু করিডরে গিয়া অদৃশ্য চাকুরী প্রার্থীদের খবরটা উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিয়া আসিলেন। লেডি টাইপিষ্ট আসিয়া স্বস্থানে বসিল। নীরবে পূর্ব্ববৎ কাজ চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহা অল্প সময় মাত্র।

কেষ্টর পুনঃ প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে আতঙ্কের ছায়াপাত। কেষ্ট প্রথমে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ম্যানেজারের টেবিল হইতে সেই অঙ্কের কাগজ কয়খানা পুনরায় তুলিয়া লইল।)

কেষ্ট—(ম্যানেজারকে) বাড়ীতে একবার কষে দেখব (ম্যানেজার আতঙ্কিত হইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। একটা কথাও বলিলেন না। কেষ্ট তারপর গণেশ বাবুর কাছে গেল। গণেশ বাবু আড়ষ্ট) তাহলে এখন আসি গণেশ বাবু, কি বলেন? (কেষ্ট এইবার দোয়াতটা ইচ্ছা করিয়া তুলিয়া সমস্ত কালীগুলি লেজারে ঢালিয়া দিল। তারপর লেডি টাইপিষ্টের কাছে গিয়া চলন্ত মেসিনটার উপর হাত দিয়া) আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

লেডি টাইপিষ্ট—(সভয়ে কাগজটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) আবার সব নষ্ট করলে। এখন না শুঁড়লে বাঁচি।

কষ্ট—(স্বগত) চাপরাশী ব্যাটাকে ত দেখছি না। দুঃখ রয়ে গেল।

চাপরাশী—(কবিডরের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া) সীতা রাম সীতা রাম !

লেডি টাইপিষ্ট—এখন আবার না আসে।

গণেশ বাবু—ক্যাবলা !

— —

# তৃতীয় দৃশ্য

(রাণীর শয়ন কক্ষ। বেশ সুদৃশ্য ভাবে সাজান। একখানা পালংখাট, একখানা ড্রেসিং টেবিল ও চেয়ার, একখানা ইজি চেয়ার, একখানা টেবিল। টেবিলের উপর খানকয়েক রবীন্দ্রনাথের বই ও বাংলা নভেল সুদৃশ্য ভাবে সাজান। কাল—বেলা ৪টা।

পর্দা উঠিতে দেখা গেল রাণী ইজি চেয়ারে শুইয়া বই পড়িতেছে। তাহার চুলগুলি ইজি চেয়ারের মাথার উপর দিয়া ছড়ান। কেষ্ট ড্রেসিং টেবিলের নিকট সাজিতেছে।)

রাণী— তাহলে দাদা ও চাকরীটা তোমার হল না। তবে কি জান, চাকরীটা তোমার এমনিতেও হত না, ওমনিতেও হত না; ঝাঁটাকে তুমি মিছি মিছি দোষ দিচ্ছ।

কেষ্ট— হুঁ, মিছিমিছি দোষ দিচ্ছি! প্রথম থেকে শোন তবে। (ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারটা লইয়া ঘুরিয়া বসিল) প্রথম ত বেরিয়েই এক দুর্ঘটনা। আমি রাস্তা পার হতে যাচ্ছি, আমার আগে আগে যাচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা। একটা দোতলা বাস প্রায় তাঁর ঘাড়ে পড়ে-পড়ে; দিলাম এক ধাক্কা। (বড়াইয়ের সুরে) কাজটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি?

রাণী— ভালই ত করেছ।

কেষ্ট— দেখত, কোথায় ভদ্রমহিলা একটু মিষ্টি গলায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, যেমন নভেলে টভেলে পড়ি, না, উল্টে চোট-পাট। কেন ধাক্কা দিলেন? যত বলি, না হলে গাড়ী চাপা

পড়তেন, বলে, পড়তাম ত আপনার কি? আপনি ত আমার কেউ হন না? আচ্ছা শোন কথা!

রাণী— তারপর?

কেষ্ট— যত বলি বড্ড দরকারী একটা কাজে যাচ্ছি, এখন সময় নেই, তবু তর্ক করে। ভীড় জমে গেল। বেগতিক দেখে ওনার হাত থেকে একখানা ঠিকানা লেখা বই নিয়ে দে দৌড়।

রাণী— ঠিকানা কেন?

কেষ্ট— বাঃ আধ পথে তর্ক রেখে দৌড়লে কাপুরুষ ভাববে না? তাই বাকী তর্কটা ওঁর বাসায় গিয়ে করব বলে ঠিকানাটা নিলাম।

রাণী— (হাসিয়া) হুঁ, তাই এত সাজসজ্জা, কেন, তোমার কি ওঁর কেউ হবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?

কেষ্ট— (উঠিয়া পড়িয়া) এই জন্যেই তোদের কাছে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

রাণী— (কেষ্টকে নিরস্ত করিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, বল। আর কিছু বলব না।

কেষ্ট— (আবার বসিয়া) বাসের পেছনে ছুটেছি ত ছুটেইছি, এদিকে আমার ছাতার সঙ্গে যে এক বামুনের ছাঁদার সঙ্গে আটকে গেছে, তাত টের পাইনি। আমি ছুটছি বাসের পেছনে, বামুন ছুটছে তার ছাঁদার পেছনে। আমিও বাসে উঠেছি, বামুনও বাসে উঠেছে। তারপর সে কি চোটপাট, বাপস!

রাণী— (খুব হাসিতে হাসিতে) তারপর?

কেষ্ট— কিছুতেই থামে না, তার ছাঁদা থেকে ঘিয়ের বাটী মাথায় ঢেলে দিলাম, তাও থামে না।

রাণী— ঘিয়ের বাটী মাথায় ঢেলে দিলে! কেন?

কেষ্ট— তোরাও ত আমার মাথায় ঘি দিয়েছিলি।

রাণী— সে ত পুরণো ঘি, তা বলে নতুন ঘিগুলি তার মাথায় দিলে, আহা বেচারা! ( হাসিতে লাগিল)

কেষ্ট— (রাগ করিয়া) আবার হাসছিস ?

রাণী— (গম্ভীর হইয়া) আর হাসব না। তারপর ?

কেষ্ট— সবাই মিলে ত বামুনকে নাবিয়ে দিলে। বসলাম। আবার নতুন বিপদ। কণ্ডাকটর টিকিট চাইতে দেখি পয়সা নেই…

রাণী— জামা বদল করবার সময় মনি-ব্যাগটাও ত রেখে গিয়েছিলে।

কেষ্ট— আরে সেত আমিও তখন বুঝলাম, কিন্তু বুঝলে কি হবে বল ? কণ্ডাকটর সামনে দাঁড়িয়ে। খোঁজা থামালেই নাবিয়ে দেবে। একবার বুক পকেটে হাত দি, একবার ও পাশের পকেটে হাত দি। আবার বুক পকেটে হাত দি, একবার এ পাশের পকেটে হাত দি, আবার ও পাশের পকেটে হাত দি—শেষে পয়সা ত বার হল।

রাণী— সে কি, তোমার ঐ আনকোরা ধোপাবাড়ীর জামার পকেট থেকে ?

কেষ্ট— আরে, আমার পকেট থেকে কি আর, পাশের লোকের পকেট থেকে।

রাণী— (অত্যন্ত বিব্রত) কি সর্ব্বনাশ, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছ ত ?

কেষ্ট— বাঃ ফেরৎ দিলে টিকিট করতাম কি দিয়ে ? (রাণী কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া) ভয় নেই, ঠিকানা নিয়ে এসেছি, আজকেই ফেরৎ দিয়ে আসব।

রাণী— তোমার দেখছি তাহলে আজকে মেলা এনগেজমেণ্ট।

কেষ্ট— আরে সেই জন্যই ত, সেই জন্যই ত (ক্ষিপ্র হস্তে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া মোর কৌটা খুলিয়া খাবলা

থাবলা মাখিতে লাগিল)।

রাণী— (দেখিতে পাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাধা পাইল) ওমা দেখছ, একি দই নাকি যে থাবলা থাবলা চালাচ্ছ, ওমা কি খারাপ! চুলগুলি চেয়ারের সঙ্গে কখন বেঁধেছে! ওমা···

কেষ্ট— মা এখন ঠাকুর ঘরে, শুনতে পাবেন না। (মাখিতে লাগিল)

রাণী— রাখ শিগিরিই।

কেষ্ট— তোর কি, বাবার আহ্লাদী মেয়ে, আবার কত আসবে। (হাসিয়া) চাকরী হলে তোকে না হয় একটা মেটাল-পলিশ কিনে দেব। যা রং!

রাণী— আমার রং যাই হোক, তোমার কি? খোল শিগগির। (কেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিবিষ্ট মনে স্নো মাখিতে লাগিল) খোল শিগগিরই। (কেষ্ট স্নো মাখা শেষ করিয়া দেরাজ হইতে একখানা কাঁচি বাহির করিয়া দরজার কাছে গিয়া কাঁচিটা মেঝের উপর দিয়া রাণীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দরজাটা ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেল) ওমা কি খারাপ, দেখছ············

(যবনিকা)



## চতুর্থ দৃশ্য

[তারাপদ বন্দ্যোর বৈঠকখানা। সোফা ও কোচ দিয়া হাল ফ্যাসানে সাজান। ঘরে দুজন মাত্র লোক, একজন তারাপদ বন্দ্যোর অফিসের সেই লেডি টাইপিষ্ট ওরফে তারাপদ বন্দ্যোর শালী। অপরজন তারাপদ বন্দ্যোর স্ত্রী। শালী এবং স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশ কিছু। বড় বোনের নাম লিলি, ছোট বোনের মিলি]

লিলি— তাড়াতাড়ি কর মিলি, ভদ্রলোকের আসার সময় হয়ে গেল।

মিলি— না দিদি, আমি সেজেগুজে সং সেজে দাঁড়াতে কিছুতেই পারব না।

লিলি— তুই আমাকে অবাক করলি মিলি, একটু সাজগোজ না করলে লোকের মনে ধরবে কেন?

মিলি— ছি, ছি, কি ভালগার!

লিলি— ভালগার? মেয়েদের ত কাজই হল ছেলেদের কোন রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে ফেলা, নইলে ছেলেরা কি সহজে বিয়ে করতে চায়? দিন দিন তোর মতিগতি কি হচ্ছে মিলি?

(ডেজির প্রবেশ, বয়স ৮।৯ বৎসর, তারাপদ বন্দ্যোর কন্যা)
তুই আবার এখানে কেন? ঝির সঙ্গে একটু পার্কে গেলেও ত পারিস।

ডেজি— যাবনা ত, জানো আমি দেখতে ছোট হলে কি হয়, সব বুঝি। আবার একজন মেসোমশায় আসবে ত?

লিলি— ওমা, ওকে আবার এসব কে বললে! দেখ কাণ্ড!

ডোজ— কে বলবে, আমি বুঝি জানি না। কত কতই ত মেসোমশাই আসে, মাসীমা গান গায়............

লিলি— (ধমক দিয়া) ডেজি! (মিলি ডেজিকে নিজের কাছে টানিয়া লইল) যা মিলি, কাপড় ছেড়ে আয়, আর সময় নেই।

মিলি— সে আমি পারব না, নাহয় ডেজিকেই দেখাও। (তারাপদ বন্দ্যোর প্রবেশ)

তারাপদ—আরে একি! (লিলিকে) মিলিকে কে না দেখতে আসবে বলছিলে ছটার সময়? তা বন্দোবস্ত কৈ? (মিলির দিকে চাহিয়া) কিছুই ত হয়নি দেখছি।

লিলি— আমি ত বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। না, তিনি সেজে-গুজে লোকের মন ভুলোতে পারবেন না, অমুক করতে লজ্জা করে, সমুক করতে লজ্জা করে। জালগার, আরও কত কি! আবার বলছেন ডেজিকে দেখাও।

তারাপদ—(হাততালি দিয়া) পারফেক্ট! পারফেক্ট! পার্টটা বেশ করছ ত মিলি। যা যা হবার কথা, সবই হচ্ছে। সাজতে পারব না, লজ্জা করে। সব চেয়ে সুন্দর, ঐ ডেজিকে দেখাও। এইটুকুই আমি সবচেয়ে এ্যাপ্রিসিয়েট করলাম, (আবার হাততালি দিয়া) সুন্দর হচ্ছে।

মিলি— (লজ্জিত হইয়া) যান জামাইবাবু!

তারাপদ—আরে জামাইবাবু ত যাবেই। একটি জামাইবাবু, এণ্টার বর, তার জন্যই ত এত। হ্যাঁ, দেখ লিলি, লোকটার পছন্দ হল কিনা, না বুঝে যেন গুচ্ছের খাবার খেতে দিও না। রিয়েলি, লোকগুলি কি কনে দেখতেই আসে, না বিকেলের জল খাবারের সংস্থান করতে বার হয়, বোঝা দুষ্কর!

মিলি— আমার দিদি মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

লিলি— তোর মরাই উচিৎ। তোকে লেখা পড়া শেখালাম, ইচ্ছে খুসী বাইরে ঘুরে বেড়াতে দিলাম, এমন কি ওনার অফিসে পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে দিলাম, নিজে একটা দেখেশুনে নিবি বলে, তা মেয়ে কিছুই পারলেন না।

মিলি— (ফ্যাকাশে হইয়া) কি জন্যে, তা ত এতদিন বলোনি।

লিলি— পোড়া কপাল আমার। এ আবার বলে দিতে হবে নাকি ?

ডেজি— মা, এবার মাসীকে একটা অল-সেকশন ট্রামের টিকিট কিনে দিও, বর খুঁজতে। মণ্টুদা বলছিল।

লিলি— ডেঁপো মেয়ে কোথাকার, বের হ শিগগির, বের হ (ঘাড় ধরিয়া ডেজিকে বাহির করিয়া দিল) (কেষ্টকে টানিতে টানিতে মণ্টুর প্রবেশ)

মণ্টু— মিস্ মিলন মৈত্র ত? আপনি মিলন মৈত্রকে চান ত ?

কেষ্ট— (বই খুলিয়া ঠিকানা দেখিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে, আমার একটু বিশেষ দরকার ছিল।

মণ্ট— আজ্ঞে, তা আর জানি না, আমরা সবাই জানি, পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে (মিলিকে দেখাইয়া) ইনিই আমাদের মিলিদি, মিস্ মিলন মৈত্র।

কেষ্ট— (স্বগত) পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে, কি সাংঘাতিক, এখন ধরে মার না লাগায়। (মিলিকে দেখিয়া) এই সেরেছে, এত সে নয়, এ যে সেই! (মণ্টুকে) দেখুন, মানে কোথায় একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে (একপা দুপা করিয়া পিছাইতে লাগিল)।

লিলি— (মিলিকে, নিম্নস্বরে) বললাম এত করে, একটু সেজেগুজে আয়, এখন ত-তোর চেহারা দেখে এখান থেকেই পেছোচ্ছে, আরে এ যে চলেই যায় (আগাইয়া গিয়া মিষ্টি হাসিয়া)

আসুন, আসুন, ভদ্রলোকের বাড়ী এসে কি না বসে চলে যেতে আছে, আসুন। (প্রায় কেষ্টর হাত ধরিতে গেল)।

কেষ্ট — (দ্বিধাজড়িত পদে চেয়ারে বসিয়া) দেখুন, কোথাও একটু কিছু ভুল হয়ে গেছে।

লিলি— (মিলিকে) খুব লজ্জা লজ্জা করে থাকবি, বুঝলি, যেন আগে কোনদিন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথাই বলিসনি এমনি। এটাই আর্ট। মাথাটা আর একটু নীচু, একটু মধুর লজ্জার ভাব, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। (কেষ্টকে) ভুল ? কিছু ভুল হয়নি, আমি সব শুধরে দেব দেখবেন।

কেষ্ট— (উঠিয়া পড়িয়া) না দেখুন, সত্যিই কিছু ভুল হয়েছে।

লিলি— (স্বগত) না, মোটেই বোধ হয় পছন্দ হচ্ছে না। (মিষ্টি হাসিয়া, কেষ্টকে) সে কি, বসুন, এখনই যাবেন কি ? না হয় ভুলই হয়েছে, তা বলে কি চলে যেতে হয় ? আমাদের মিলি খুব সুন্দর গান করতে পারে, শুনিয়ে দেত মিলি একটা গান। মণ্টু হারমোনিয়মটা দিয়ে যাওত। (মণ্টু হারমোনিয়মটা দিয়া চলিয়া গেল, মিলি পাশ ফিরিয়া গাহিল)

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মত।
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
নাইক সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো, ভাগ্যহত।
আমি তখন বসেছিলাম আপন ঘরের ছায়ে,
জানিনে যে কতই ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।
সেই বেদনা আমার বুকে, বেজেছিল গোপন দুঃখে,
মর্ম্মে আমার দাগ দিয়েছ গো, গভীর হৃদয় ক্ষত।" (রবীন্দ্র নাথ)

কেষ্ট— (আবেগের সহিত) বেশ গান ত ?

লিলি— (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) যাক, পথে এসেছে, ছেলেটী বড় লাজুক মনে হচ্ছে, এখন একটু একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখি, আপনি আপনি কতটা এগোয়। (উচ্চ স্বরে) দেখি উনি আবার কোথায় গেলেন। (প্রস্থান)

কেষ্ট— (পকেট হইতে বইখানা বাহির করিয়া) এই যে আপনার বইখানা মিস্ মৈত্র, এ জন্য.........

মিলি — (কেষ্টর প্রতি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার বই, কি বলছেন আপনি ? (বলিতে বলিতেই চীৎকার করিয়া দরজার দিকে ধাবমান হইল, ঠিক এমন সময় তারাপদ বন্দ্যোর প্রবেশ) জামাইবাবু, জামাইবাবু, এযে সেই সাংঘাতিক লোকটা !

(ত্রস্তে ব্যস্তে লিলির প্রবেশ)

তারাপদ—(কেষ্টর দিকে চাহিয়া) তাইত ! তাইত !

লিলি— কি, কি বলছ তোমরা ? মিলি, চেঁচাচ্ছিস কেন ?

তারাপদ—(ইসারায় কেষ্টকে দেখাইয়া) গুঁতোয়, বুঝছ, গুঁতোয়।

লিলি— ভদ্রলোকের ছেলে গুঁতোয় কি গো ! কি যে বল তোমরা ! আমি একটা একটা সম্বন্ধ জোগাড় করি আর তোমরা দাও ভেস্তে। মেয়েটার দেখছি বিয়ে হওয়া কপালে নেই ! তোমরা যাও ত, আমি দেখছি। (তারাপদ ও মিলির প্রস্থান। কথা জনান্তিকে হইলেও কেষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল কিছু বিশেষ একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। তার উপর তারাপদকে দেখিল। সে আস্তে আস্তে বাহিরের দরজার দিকে আগাইতেছিল, লিলি তাড়াতাড়ি গিয়া পথ

আটকাইল।) কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন ত। (কেষ্টর হাত ধরিয়া বড় সোফাখানায় নিজের কাছে বসাইল)

কেষ্ট— (আশ্বস্ত হইয়া) আমি ত প্রথম থেকেই বলছি, কিছু ভুল হয়েছে।

লিলি— আপনার নাম ?

কেষ্ট— আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকেষ্টধন চট্টরাজ।

লিলি— (অনেকক্ষণ কেষ্টর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) কি করেন ?

কেষ্ট— (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) কিছু করি না।

লিলি— (মিষ্টি হাসিয়া) আপনি গ্রাজুয়েট ত ?

কেষ্ট— আজ্ঞে, এম, এ-টাও ত পাশ করেছিলাম। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) বড্ড ভুল করেছি। কিছু না করে যদি শুধু যোগ অঙ্ক কষতাম, বড় বড় যোগ অঙ্ক। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

লিলি— (বইখানা কেষ্টর হাত হইতে লইয়া) এ বইখানার কথা কি বলছিলেন ?

কেষ্ট— আজ্ঞে, আজকে সকাল বেলা যখন মিঃ তারাপদ বন্দ্যোর অফিসে চাকরীর জন্য যাচ্ছিলাম, একজন ভদ্রমহিলার হাত থেকে······মানে, কাছ থেকে······মানে, হাত থেকে বইখানা হঠাৎ আমার কাছে এসে যায়। বইখানা মালিককে ফেরৎ দেবার জন্যই এসেছিলাম। এই দেখুন মিস্ মিলন মৈত্রের ঠিকানা লেখা রয়েছে।

লিলি— আরে, এই বইখানা ত মিলি কতদিন আগে ওর এক বন্ধুর বোনকে দিয়েছিল।

কেষ্ট— (উঠিয়া পড়িয়া) তাঁর ঠিকানাটা ?

লিলি—(স্বগত) হু, ঠিকানা দিয়ে আপনাকে আমি হাতছাড়া করি !

সেই মেয়েটা একে ত সুন্দরী, তার ওপর যা চটপটে! উহুঁঃ, (কেষ্টকে) তাব জন্য ব্যস্ত কি? বইখানা নাহয় আমিই পাঠিয়ে দেব। আপনি বলুন। কি বলছিলেন, মিঃ বন্দ্যোর অফিসে চাকরীর জন্য গিয়েছিলেন; তার কি হল?

কেষ্ট— আজ্ঞে, তাইত বলছিলাম, এক যোগ অঙ্ক. এত বড যোগ অঙ্ক জীবনে দেখিনি। পারলাম না, চাকরীটাও হল না।

লিলি— আপনি দেখছি একেবারে কিছুই জানেন না। অঙ্ক কষে, দরখাস্ত করে চাকরী হয়েছে. কে কবে শুনেছে?

কেষ্ট— (থতমত খাইয়া) আমি ত তাই জানতাম।

লিলি— (জোরের সহিত) ভুল জানতেন। একদম ভুল জানতেন। চাকরী হয় পেছনে লোক থাকলে, আত্মীয় হলে, আর দাম দিতে পারলে. সব অফিসে খোঁজ করে দেখুন, কেরাণীরা কেউ বড সাহেবের শালা, কেউ মেজো সাহেবের শালীর বন্ধু, কেউ বড়বাবুর মেয়ের হবু-জামাই, এমনি। তবে যদি উপযুক্ত দাম দিতে পারেন তা হলেও অবশ্য হতে পারে।

কেষ্ট— দাম, কত দাম?

লিলি— (হাসিয়া) সে দাম নয়। এই, বিয়ে করবেন?

কেষ্ট— (লিলির দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে) আপনার মত ভাল লোক আমি জীবনে দেখিনি, আপনাকে……

লিলি— (বাধা দিয়া) আরে আমাকে নয়, আমাকে নয়। দেখছেন না আমার কপালে সিন্দুর রয়েছে, মিঃ বন্দ্যো আমার স্বামী।

কেষ্ট— (ভীতভাবে চারিদিকে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ, আমি যাই। (উঠিয়া পড়িল)

লিলি— (হাত ধরিয়া কেষ্টকে বসাইয়া) কিছু ভয় নেই, আমি কিছু মনে করিনি। এই যে মেয়েটী দেখলেন, এটি আমার বোন। এর কথাই বলছি।

কেষ্ট— তা হলে চাকরী করে দেবে কে ?

লিলি— চাকরী আমিই দেব। মিঃ বন্দ্যোর অফিসে যত লোক দেখেছেন সবাইকে আমি চাকরী দিয়েছি। দেখুন, বিয়ে করবেন আমার বোনকে ?

কেষ্ট— (রুদ্ধশ্বাসে) আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

লিলি— তাত নিশ্চয়ই, আপনি বসে বসে ভাবুন, আমি একটু আসি। (স্বগত) আর ভাববার উপকরণও পাঠিয়ে দিগে যাই। (প্রস্থান)

(ডেজির প্রবেশ)

ডেজি— (লাফাইতে লাফাইতে কেষ্টর কাছে গিয়া) মেসোমশাই, মেশোমশাই।

কেষ্ট— সে কি! মেশোমশাই কি, আরে সে কি ?

ডেজি— তুমি মেসোমশাই নও ? মাসী তোমার বউ না ?

কেষ্ট— না। মানে, এখনও হয়নি।

ডেজি— না, তুমি মেসোমশাই !

কেষ্ট— (হাসিয়া ফেলিয়া, স্বগত) তা জীবনটার মধ্যে এমন একটা সুক্তুনী সুক্তুনী আস্বাদ হয়ে গেছে, কথাটা ভাবতে একেবারে মন্দ লাগছে না। (হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া) কিন্তু বাবার কথা ত ভাবা হয়নি, ওরে বাবা, বাবা ? ওরে বাবা, বাবা ? ওরে বাবা! (ডেজিকে ধরিয়া অস্থিরপদে পায়চারী করিতে লাগিল)।

(এমন সময় পিছন হইতে আপত্তিকারিণী মিলিকে ধাক্কা দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া লিলি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। মিলি লজ্জিত মুখে পিছনে দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল)।

ডেজি— এই ত মাসী (মিলিকে জড়াইয়া ধরিয়া) মাসী, ইনি আমার মেসোমশাই না?

মিলি— (ডেজির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ কর।

কেষ্ট— (মিলিকে দেখিয়া নিজকে সম্বৃত করিয়া) ওঃ। (তারপর ড্রইং-রুমের অপর প্রান্তে গিয়া বসিল)

(পাঁচ মিনিট সব চুপ চাপ, দরজা ঠেলিয়া লিলির প্রবেশ)

লিলি— (কেষ্টর কাছে গিয়া হাসি হাসি মুখ করিয়া) কি কথা হল দুজনে? (কেষ্ট অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং পিছন হইতে ডেজিকে লইয়া মিলির প্রস্থান) কিছু কথা হয় নি? (স্বগত) নাঃ মিলিটাকে দিয়ে কিছু হবে না। যা করবার আমারই করতে হবে। (কেষ্টকে, মিষ্টি হাসিয়া) ভাবলেন?

কেষ্ট— মানে, বাবা............

(পিছন হইতে জানালায় শব্দ হইতে লিলি উঠিয়া গেল। জানালায় তারাপদ প্রশ্নসূচক ইসারা করিল।)

লিলি— (তারাপদকে, জনান্তিকে) হ্যাঁ. খাবার আনতে দেওয়া যেতে পারে। (কেষ্টর কাছে আসিয়া) বাবার কথা কি বলছিলেন? তাঁর আপত্তি হতে পারে? সে ভার আমার ওপর।

কেষ্ট— (বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া) বাবাকে আপনি চেনেন না।

লিলি— ছেলেকে ত চিনি, তাহলেই হবে। ছেলের কি মত? (কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল) আচ্ছা ও কথা থাক, আপনার কত টাকা মাইনের চাকুরী হলে খুসী হন।

কেষ্ট— কি বলি বলুন? প্রথম বছর যখন দরখাস্ত দিতাম, তখন দেখতাম, এম্, এ ৯০৲ বি এ ৬০৲ আই, এ ৪০৲ আব ম্যাট্রিক ৩০৲ টাকা। দ্বিতীয় বছর দেখলাম এম, এ ৫০৲, বি, এ ৪০৲, আই, এ, ৩০৲, ম্যাট্রিক ২০৲। এ বছব ত দেখছি এম, এব দর ৩০৲ টাকা মাত্র। কিছু আশা কবতে সাহস হয না।

লিলি— লোকে কত ত কল্পনা কবে। আপনিও একটা নাহয কল্পনা কবলেন। আব আমিত আপনাব বন্ধু বলতে দোষ কি?

কেষ্ট— ১০০৲ টাকা।

লিলি— (স্বগত) হায়রে ভগবান! এদেব উচ্চতম আকাঙ্খা ১০০৲ টাকা। (কেষ্টকে) ১০০৲ টাকাব বেশী হলে ত আপনার আপত্তি নেই?

কেষ্ট— কিছু না, কিছু না।

লিলি— আচ্ছা, বসুন তা হলে, আমি মিলিকে দিযে এ্যপযণ্টমেণ্ট লেটাবটা টাইপ করাই।

( প্রস্থান )

(ডেজিব প্রবেশ)

ডেজি— মাসী গান করেছিল 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না'?

কেষ্ট— গেয়েছিল, তুমি শোননি?

ডেজি— না আমি শুনতে চাই না, ওত আমি রোজই শুনি। মাসী দুটো ছাড়া আর গান জানে না। আসবাব গান আর যাবার গান, বুঝলে?

কেষ্ট— (স্বগত) আসবার গান আর যাবার গান, আসবার গান আর যাবার গান, না: কিছু বুঝছি না ত!

ডেজি— যাই। মা আপনার কাছে আসতে বারণ করেছে কি না।

(প্রস্থান)

(একখানা টাইপ করা কাগজ হাতে লিলির প্রবেশ)

লিলি— (কাগজখানা কেষ্টর হাতে দিয়া) নিন, পড়ে দেখুন।

কেষ্ট— (পড়িতে লাগিল) আই টেক মাচ প্লেজার ইন এপয়েন্টিং শ্রীকেষ্টধন চট্টরাজ মাই এ্যাসিটান্ট ম্যানেজার অন এ মন্থলি স্যালারি অব রুপিস ওয়ান হানড্রেড এণ্ড সেভেন্টি ফাইভ (থামিয়া) ১৭৫৲ টাকা মাইনেতে, বলেন কি। মিঃ বন্দ্যো আমাকে ৩০৲ টাকা মাইনেতে নিতে চাইলেন না, আপনি তাঁকে ১৭৫৲ টাকা দিতে রাজী করাতে পারবেন?

লিলি— পারি কি না পারি, নিজের চোখেই দেখবেন।

কেষ্ট— কিন্তু আমি ত যোগ অঙ্ক পারব না।

লিলি— কি বোকা ছেলে আপনি। এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হলে কি কি আর কিছু কাজ করতে হয়?

কেষ্ট— তবে?

লিলি— চোখ বুজে খালি আমার বোনের কথা ভাববেন আর সই করবেন। ব্যস্। দেখি এখন কাগজটা সই করাই। ডেজি, ও ডেজি, (দরজার ফাঁকে ডেজির মুখ দেখা গেল) বাবাকে পাঠিয়ে দে এখানে। (অবিলম্বে মিঃ বন্দ্যোর প্রবেশ) নাও কাগজখানা সই কর (মিঃ বন্দ্যো, কাগজখানা পড়িতে চেষ্টা করিলেন, লিলি বাধা দিল) আবার পড়ছ কি? অফিসে কি সব কাগজ পড়ে সই কর নাকি? (তারাপদ কোন রকমে কাগজখানা পড়িয়া ফেলিলেন)।

তারাপদ—কিন্তু লোক যে নিয়ে ফেলেছি।

লিলি— (চোখ মুছিতে সুরু করিয়া) তুমি যে আমাকে ভালবাস না সে ত আমি জানিই।

তারাপদ—আরে কর কি. কর কি ! কাছে একজন বাইরের লোক বসে রয়েছে। (লিলির চোখ মোছা থামিল না) আরে সই ত করবই, এই করছি ! এই.........(পকেট হইতে ফাউনটেন পেন বাহির করিল) তবে কি জান ১৭৫৲ টাকা মাইনেটা বড্ড বেশী হয়ে যায়।

লিলি— (ক্রন্দনের স্বরে) তাত হবেই, আমার বোনের স্বামী কি না।
(তারাপদ তাড়াতাড়ি কাগজটা সই করিয় ফেলিলেন)

তারাপদ—কাজটা ঠিক হল কি না..........

লিলি— টাকা ত আর তোমার পকেট থেকে যাচ্ছে না। এইটুকুই যদি না পারলে তবে কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছ কেন ? (মাথা নাড়িতে নাড়িতে তারাপদর প্রস্থান) (কেষ্টর নিকট গিয়া) এই দেখুন আপনার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। এখন বলুন আমার বোনকে বিয়ে করবেন কি না ? (কেষ্ট নিয়োগ পত্রখানার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল)। আপনি রাজী নন ? তাহলে ছিঁড়ে ফেলি কাগজখানা। (ছিঁডিবার উপক্রম)

কেষ্ট— (বাধা দিয়া) হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি ?

লিলি— তা হলে রাজী ? (কেষ্ট মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল) নাঃ ছিঁড়েই ফেলি। (আবার ছিঁড়িবার উপক্রম)

কেষ্ট— (আবার বাধা দিয়া) করেন কি, করেন কি !

লিলি— বারে ! এও নয় ও-ও নয়, আপনি কি চান বলুন ত ? (পাশে বসিল)

কেষ্ট— বাড়ীতে গিয়ে বাপ মার মতটা......

লিলি— (স্বগত) না, সে রিস্ক নিতে আমি রাজী নই (কেষ্টকে মিষ্টি হাসিয়া) সেটা মন্দ বলেন নি, তবে ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসেছেন, একটু মিষ্টি মুখ করে যান।

(যাইতে যাইতে স্বগত) শুধু চাকরীতে হবে না, বিংশ শতাব্দীর ছেলে কি না, প্রেম চাই, প্রেম। বেশ তাও আসছে। (প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরে খাবারের থালা হাতে মিলির ও জলের গ্লাস হাতে লিলির পুনঃ প্রবেশ এবং পিছনে আসিল হাত পাখা হাতে ডেজি। টিপয় টানিয়া খাবার দেওয়া হইল এবং ডেজি পিছন হইতে বাতাস করিতে লাগিল)।

লিলি— (হাত ধরিয়া খাবার কেষ্টর হাতে দিয়া) চট্ করে লক্ষ্মী ছেলেটীর মতন খেয়ে ফেলুন। আপনার আবার এখুনি বাসায় ফিরতে হবে ত? মিলি ততক্ষণ একটা গান শুনিয়ে দে, সে বেশ হবে খেতে খেতে। (মিলি গান আরম্ভ করিল···

"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা,
কোন শূন্য হতে এলো কার বারতা।
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা রত,
বিদায় বিষাদে উদাস মত।
ঘন কুন্তল ভার ললাটে নত,
ক্লান্ত তড়িত বধু তন্দ্রাগতা।
কেশরকীর্ণ কদম্ব বনে
মর্ম্মরি মুখরিল মৃদু পবনে;
বর্ষণ হর্ষ ভরা ধরণী
বিরহ বিশঙ্কিত করুণ কথা।

ধৈর্য্য মান, ওগো ধৈর্য্য মান,
বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।" (রবীন্দ্রনাথ)

লিলি— (গান শেষ হইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া।) আপনি মনস্থির করতে পারছেন না, ওদিকে মিলির ত প্রতিজ্ঞা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই করবে না। (মিলি অবাক হইয়া দিদির দিকে তাকাইতে লিলি চোখ ইশারা করিল) মিলি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে কি না।

কেষ্ট— সে কি! কখন?

লিলি— এসব যে কখন হয় সে কি কেউ বলতে পারে! তবে কি জানেন, আপনার আর ওর যেমন রোমান্টিক সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে পরিচয়, তাতে ওটা না হলেই আশ্চর্য্য হতাম। রোমান্স থেকেই প্রেমের জন্ম, জানেন ত?

কেষ্ট— (শিহরিত হইয়া) রোমান্স?

লিলি— নয়ত কি? ভেবে দেখুন মিলির সঙ্গে দেখা হবার আগেই আপনার হাতে ওর একখানা বই এসে রোমান্সের সূচনা হল। তারপর ধরুন দুষ্টুমি করে আপনি ওর টাইপ কাগজ নষ্ট করে দিলেন। আপনি ভাবলেন ঝগড়া করে দূরে সরে পড়বেন, এসে পড়লেন একেবারে ওর ঘরের দরজায়। এর পরেও যদি মিলি মনে করে এর পেছনে একটা ভবিতব্য রয়েছে তা হলে কি ওর দোষ হবে?

কেষ্ট— (মাথা নিচু করিয়া) আমি যাই জিজ্ঞেস করে আসি মা বাবাকে।

লিলি— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তবে কি আপনি ওর গানের ইঙ্গিত বোঝেন নি ?

কেষ্ট— গানের ইঙ্গিত,—কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ! (হঠাৎ ডেজির দিকে চাহিয়া) তবে যে শুনলাম উনি মাত্র তুটো গানই জানেন ?

লিলি— (স্বগতঃ) এত করে গ্রাউণ্ডটা প্রিপেয়ার করছিলাম, দিলে সব মাটি করে. (কেষ্টকে) ডেজি বলেছে ত ? অস্থির হলাম ওর ফোঁপর দালালীতে, (ডেজিকে ঘাড ধরিয়া) বেবো শিগগিরই পোড়ারমুখী. বের হ (বাহির করিয়া দিয়া কেষ্টর নিকট আসিল) সি ইজ জেলাস অব হার আন্টি. তাই ভাংচি দিচ্ছে, বুঝছেন ? (হাসিতে লাগিল)

কেষ্ট— (হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁডাইয়া) আমি চট করে ঘুরে আসি বাড়ী থেকে।

লিলি— (অতি মাত্রায় গম্ভীর হইয়া) ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন কেষ্টধন বাবু আপনি বাড়ী গেলেন. মতামত জিজ্ঞেস করলেন। বাপ মার মত হল না, তখন আমার বোনের আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

কেষ্ট— আত্মহত্যা !

লিলি— ( দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ) মিলি ত সেরকমই বলছিল। কেন কত কুমারী মেয়ে যাকে বিয়ে করতে চায় তাকে বিয়ে করতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে, জলে ডুবে মরেছে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে মরেছে, আপনি শোনেননি কখনও ? (কেষ্ট দৃশ্যটা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল) কি নিষ্ঠুর আপনি !

কেষ্ট— (অসহায় ভাবে) আমি কি করব ?

লিলি— হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— (আমতা আমতা করিয়া) আমি……আমি—

লিলি— (কাছে গিয়া হাত ধরিয়া) হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— যখন এরকম জীবন মরণ সমস্যা………

লিলি— (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— হ্যাঁ।

(লিলির মুহূর্ত্তে মিলির হাত টানিয়া লইয়া কেষ্টর হাতে স্থাপন করিয়া উলুধ্বনি দিল। ব্যস্ত হইয়া তারাপদর প্রবেশ)

তারাপদ—বালীগঞ্জের সেই ছেলেটী এসেছে।

লিলি— বলে দাও, হি হ্যাজ মিস্‌ড দি বাস।

(যবনিকা)

---

## শেষ দৃশ্য

(কেষ্টর শয়নকক্ষ। রাণী অস্থির পদে পায়চারী করিতেছে। রাম বাহিরের দরজার এক কোণে বসিয়া ঝিমাইতেছে)

রাণী— নাঃ দাদার হ'ল কি? চিরকাল আটটার আগে বাড়ী ফেরে, আজ দশটা হয়ে গেল তবু আসেনা। মা অজ্ঞানের মত হয়ে রয়েছেন, বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়ে চেঁচামেচি করছেন। একবার মা বলছেন দেখে আয় এসেছে কিনা, একবার বাবা বলছেন, দেখে আয় এসেছে কিনা, (পাইচারী করিতে লাগিল, পিছন হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া কেষ্টর প্রবেশ। তাহাকে দেখা মাত্র রাম তড়াক করিয়া উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে ছুটিল। বাহিরের দরজা খোলা রহিল।)

কেষ্ট— (রহস্যের সুরে ফিস ফিস করিয়া) রাণী!

রাণী— (দাদাকে দেখিয়া) বাঃ রে! তুমি ত বেশ লোক……(কেষ্টর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) তোমার কি অসুখ করেছে দাদা?

কেষ্ট— সাংঘাতিক একটা কাজ করে এসেছি, এখন বাবা মার কাছে মুখ দেখাব যে কেমন করে!

রাণী— (ভীত হইয়া) কি করেছ?

কেষ্ট— বিয়ে করে এসেছি।

রাণী— (মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) কি করে এসেছ?

কেষ্ট— বিয়ে করে এসেছি (পকেট হইতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া রাণীর দিকে ছুঁড়িয়া দিল)।

রাণী— (কাগজখানা খুলিয়া দেখিয়া) তাইত! মিলন মৈত্র, ব্রাহ্মণ

তবু বাঁচালেরে বাবা। রেজেষ্ট্রী করা বিয়েতে যে পনের দিনের নোটীশ লাগে শুনেছিলাম ?

কেষ্ট— নোটীশ যে পেছনের তারিখে দেখা যায় তাত শুনিস্‌নি ?

রাণী— না। কিন্তু পেছনের তারিখে নোটীশ দিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, তোমার মত ছেলে একেবারে একটা বিয়ে করে ফেল্লে, সব কথা খুলে বলত দাদা।

কেষ্ট— খুলে বলতে গেলে সে অনেক কথা। ঠিক একটা বায়োস্কোপের মত—সে আসবার গান, যাবার গান, প্রেম, আত্মহত্যা, বিয়ে, সব দুঘণ্টার মধ্যে শেষ। তোকে সব বলব, তুই আগে আমাকে বাঁচা রাণী।

রাণী— ব্যাপার খুবই গুরুতর। তাছাড়া এরকম বেকার অবস্থায়— (টলিতে টলিতে ও চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের প্রবেশ, পিছনে পাখা করিতে করিতে রামের। মা হাত দিয়া এটা ওটা অবলম্বন করিয়া অবশেষে খাটের উপর বসিলেন। (নেপথ্যে মনুষ্য কণ্ঠের গর্জ্জন শুনা গেল)

মা— (তখনও অল্প অল্প হাঁপাইতেছেন) যা ত মা রাণী, উনি আবার নীচে না নেমে আসেন। বলগে আমরা এক্ষুণি সবাই ওপরে যাচ্ছি। (রাণীর কেষ্টর প্রতি 'এবার নিজের ঠেলা নিজে সামলাও' দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রস্থান।)

রাম— ও দা'বাবু, আমরা এমনি ভয় পেয়েছিনু! (বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিতে যাইতেছে এমন ভঙ্গী করিয়া আগাইয়া গেল এবং দরজার পাট দুইটা দুই হাতে আধবন্ধ অবস্থায় ধরিয়া গলাটা রাস্তার দিকে বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাট, হ্যাট, হ্যাট!

কেষ্ট— (সন্ত্রস্তপদে দরজার দিকে আগাইয়া, অশেষ বিরক্তির সহিত)

আবার হ্যাট হ্যাট করছিস কি ? দরজা বন্ধ করবি ত বন্ধ করে চলে আয়না তাড়াতাড়ি।

রাম— সেই কালো গরুটা আবার বারান্দায় উঠে বসে আছে। ময়লা করবে তাই তাডাচ্ছি। হ্যাট, হ্যাট,.........

কেষ্ট— (বিশেষ রাগের সহিত) ঐ কালো গরু টরু তোর তাড়াতে হবে না, বুঝলি ? (রামকে ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজাটা সবেগে বন্ধ করিয়া দিল) তুই এখন যা, গরু টরু তাড়াতে হয় আমি তাড়াব।

রাম— আপনি গরু তাড়াবে ত আমি আছি কেন ? (দরজার খিলটা চট করিয়া খুলিয়া ফেলিল)

কেষ্ট— (দরজার খিলটা পুনরায় বন্ধ করিয়া, রামকে দরজা হইতে দূরে সরাইয়া আনিল) না, না, না, তোকে গরু তাডাতে হবে না ; তুই যা। (রাম আর একটু সরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)। (মাকে হঠাৎ প্রণাম করিয়া) মা, আজকে সকালে চাকরীর খোঁজে যখন বেরুচ্ছিলাম তখন কি বলে-ছিলে মনে আছে ? (মা ভাবিতে লাগিলেন। রাম পুনরায় কেষ্টর পিছন দিয়া আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কেষ্ট রাগে ফাটিয়া পড়িল) আবার তুই দরজার দিকে যাচ্ছিস ?

রাম— (ক্ষুব্ধ স্বরে) থুথু ফেলব নি ?

কেষ্ট— থুথু ফেলবি ত উঠনে ফেলতে পারিস না। দরজাটা খুললে আমার কেমন শীত শীত করে।

রাম— চৈত্রী মাসের দিনে শীত কি গো দা'বাবু, উঠনে থুথু ফেললে দি'মনি বকে, তাই। (পুনরায় বাহিরের দরজার দিকে এক পা অগ্রসর হইল)।

কেষ্ট— উঠনে নর্দ্দমা নেই বুঝি ? সেখানে ফেলগে যা (হাত দিয়া ভিতর বাড়ীর দরজা দেখাইয়া দিল।) কি আবার দাঁড়িয়ে রইলি যে, ফেলনা গিয়ে (আবার ভিতরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করিল। রাম অনিচ্ছাপদে ভিতরে গেল এবং চক্ষের নিমেষে ফিরিয়া আসিল। রাণীর প্রবেশ।)

রাণী— তোমরা তাড়াতাড়ি ওপরে চল, আমি বাবাকে আর সামলাতে পারছিনা।

কেষ্ট— (রাণীকে) আহা, থাম, থাম, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দে। (মাকে, হাসি হাসি মুখ করিয়া) মনে পড়েছে ?

মা— সকালে ? যাবার সময় ? কি বলেছিলাম ? দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলেছিলাম।

কেষ্ট— না, না, তারও আগে।

মা— (ভাবিয়া) অতগুলি চাকরী না নিতে বলেছিলাম।

কেষ্ট— না, তারও আগে।

মা— তারও আগে······(চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন)

রাণী— (সাহায্যের সুরে) সব সময় যেমন বল তেমনি দাদার তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করার কথা বলনি ত ?

মা— (সহাস্যে) হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ, তা কেষ্ট যেমন রেগে যায়, আমার মনের ইচ্ছে কি আর বলতে ভরসা পাই ?

রাণী— মা, দাদা বলেছে, এবার মা বিয়ের কথা বললে আমি আর একটুও রাগ করব না।

কেষ্ট— জান মা, আমি একশ পচাত্তর টাকা মাইনের একটা চাকরী পেয়েছি, আবার একশ তিরিশ টাকা মাইনের বউ পেয়েছি।

মা— কার বউ ?

কেষ্ট— আমাদের, মানে তোমার।

মা— (বিস্মিত নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন) আমার বউ ? কি বলছিস্ বাবা কেষ্ট, কই ?

কেষ্ট— (তড়াক করিয়া দরজাটা খুলিয়া বাহির হইতে হাত ধরিয়া লাল বেনারসী পরিহিতা অবগুণ্ঠিতা মিলিকে লইয়া আসিল) (মিলিকে) মা, প্রণাম করো। (মিলি প্রণাম করিল)

রাণী— (মিলির ঘোমটাটা টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল) দেখি, দেখি, কেমন বউ আনল দাদা ব্লাক-মার্কেট থেকে ? (দেখিয়া) চোখ নাক ত ঠিক জায়গাতেই বসান আছে দেখছি। দাদা তোমাকে এতক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখেছে, ছি, ছি।

রাম— (তাড়াতাড়ি মিলিকে প্রণাম করিয়া) আর আমি বৌদিমনিকে গরু ভেবে,······ছি, ছি, ক্ষেমা করবেন বৌদিমনি। তাই দা'বাবু বলেন গরু তাড়াতে হবেনি, বলেন শীত শীত করছে, কেন আমাকে বললে কি হত ? আমি কি পর ? (হাত জোড় করিয়া আরও কাতর ভাবে) আপনার ঐ লাল শাড়ীটা অন্ধকারে কালো দেখাল, আমি ভেবেছিনু কালো গরুটা, ছি, ছি, (পুনরায় হাত জোড় করিল) বুড়া হয়েছি, ভাল দেখতে পাইনে বৌদিমনি, ক্ষেমা কর।

কেষ্ট— (রামের কানের কাছে মুখ লইয়া, জনান্তিকে) গরু ভেবেছিলি বেশ করেছিস্, ওরাও আমাকে গরু ভেবেছিল।

রাম— কি বল্লে দা'বাবু বুঝলুমনি।

মা— (হতাশ ভাবে) আমিও যে কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।

রাম— (একটু ভাবিয়া) দা'বাবু বোধ হয় সেই গল্পটির কথা বলছেন। এক চাষার গরু হারিয়েছিল। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। বাড়ী এসে ছেলেকে বলল, এক ঘটি জল দেত তাই। বউ শুনে বললে,—কথায় ছিরি

দেখ, ছেলেকে বলছে ভাই! চাষা বললে, গরু হারালে অমন হয় গো মা! দেখুন, হায়রাণ হয়ে বুদ্ধিটা এমনি ঘুলিয়ে গেল, বউকেই মা ডেকে বসলে, তা দা'দাবু……

কেষ্ট— (মাকে নীরব দেখিয়া মনে করিয়াছিল, আর কোন প্রশ্ন মায়ের তরফ হইতে উঠিবে না, তাই মার কথায় প্রথমে একটু ঘাবড়াইল, তারপর রামকে বাধা দিয়া (খোসামুদির সুরে) কি বুঝতে পারছ না মা ?

মা— একশ পচাত্তর টাকা থেকে একশ ত্রিশ টাকা বাদ দিলে কত থাকবে বাবা? কত মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে এমনি, তুই আবার মাইনে করা বউ কেন খুঁজে আনলি ?

রাণী— (হিসাবে ব্যস্ত ছিল, পরের কথাটা প্রথমে খেয়াল হয় নাই) একশ পচাত্তর থেকে একশ ত্রিশ বাদ দিলে থাকে পয়তাল্লিশ (শেষে পরের কথাগুলি মনে হইতে নিজকে সামলাইয়া লইল) ওঃ।

কেষ্ট— (আশ্বস্ত করার সুরে) বাদ হবে না মা, তেমনি একশ ত্রিশ টাকা ও তোমাকে দেবে। (মিলির দিকে ভরসার জন্য তাকাইল, মিলি আগাগোড়াই মাটির দিকে তাকাইয়া, কিছু বলিল না)।

মা— কত হল তাহলে ?

বাণী— তিনশ পাঁচ টাকা।

মা— তাহলে বাবা একেবারে মন্দ নয়। (হঠাৎ মাতৃত্বের অভিমাণ জাগিয়া উঠিল) তা বাবা বিয়ের ব্যাপারটা ত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। তুই যখন সেই আঁতুরে সেই তখন থেকে এই ছাব্বিশ বছর আমি যে তোর বিয়ের স্বপ্ন দেখছি বাবা! কত ঢাক ঢোল সানাই বাজবে, এক ক্রোশ ধরে

অধিবাসের তত্ত্ব যাবে, আমি নিজের হাতে তোর মাথায় টোপর পরিয়ে দেব। এসব কে করলে বাবা, কখন করলে, আমি যে কিছুই জানলাম না। (কেষ্ট সাহায্যের জন্য করুণ নয়নে রাণীর দিকে তাকাইতে রাণী আগাইয়া আসিল)

রাণী— এ সেরকম বিয়ে নয় মা ; আমি বলছি।

কেষ্ট— আমি চট্‌ করে একবার বাবাকে দেখা দিয়ে আসি মা, ডাকছেন মনে হচ্ছে। (প্রস্থান)

রাণী— এ হল কাগজে লিখে বিয়ে এই,—এই দেখ কাগজ (খাট হইতে কেষ্টর দেওয়া রেজিষ্ট্রেশন কাগজটি তুলিয়া দেখাইল)।

মা— (কাগজটির প্রতি অশ্রদ্ধাভরে তাকাইয়া) এখন বুঝি পুরুতের কাজ কেরাণীরা করে ? (মিলিকে) তা কেরাণীটি বামুন ছিল ত মা ?

রাণী— তুমি কিছু বুঝছনা মা, এটা বামুন পুরুত, ঢাক-ঢোল, এসব কিছুর ব্যাপারই নয়, এ হল আজকালকার বিয়ে।

মা— (হঠাৎ যেন সব কিছু বুঝতে পারিয়া) তুমি রিক্সায় এসেছ ? (মিলি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল) তাহলে ত আমার বড় পিসিমা ঠিকই বলেছিলেন, কলিকালে আর বিয়ে টিয়ের দরকার হবেনা, মেয়েরা যখন খুশি বিছানা-পত্তর জিনিষ টিনিষ নিয়ে নিজেরা রিক্সা ডেকে একেবারে বরের ঘরে গিয়ে উঠবে। তখন ত বুঝতে পারিনি মা এটা আমার ঘরে হবে, তাই খুব হেসেছিলুম। আজকে আমার কান্না পাচ্ছে। (চোখ মুছিলেন) তোমার মা বাবা যদি আমাকে একবার জানাতেন, তাঁদের কিছু করতে হত না, খরচ পত্তর আমিই সব করতাম, পুরুত ডাকতাম, কেষ্টকে সাজাতাম, যাবার সময় কেষ্ট আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, মা আমি তোমার দাসী আনতে

যাচ্ছি, অনুমতি দাও। তখন তোমার মা বাবা না হয় একবার……

মিলি— (অস্ফুট স্বরে) আমার মা বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন।

রাণী— মা, বৌদি বলছে তার মা বাবা নাকি অনেক দিন হয় মারা গেছেন।

মা— (না দমিয়া) তোমরা নিজেরাও ত আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারতে। তুমিও ত একবার আমাকে জানাতে পারতে। না আজকাল বৌয়েরা শুধু বরকেই চেনে, শাশুড়ী টাশুড়ী কেউ নয়!

মিলি— (কাঁদ কাঁদ হইয়া, বড় গলায়) এর মধ্যে আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

মা— (মাথায় হাত দিয়া)
রাণী— (চক্ষু যথাসম্ভব বড় করিয়া) } সমস্বরে } অ্যাঁ!
রাম— (আগাইয়া আসিয়া)

মিলি— (কথা বলিতে বলিতেই এই কাজগুলি করিয়া চলিল, প্রথমে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিল, পায়ের স্যাণ্ডাল-সু জোড়া খুলিয়া দরজার একপাশে রাখিল। কাঁধ হইতে ভ্যানিটি ব্যাগ নামাইল, হাতের কগাছা চুড়ি ও গলার হার ভ্যানিটি ব্যাগে রাখিল) দিদির শ্বশুর বাড়ীতে আমাকে কেউ চায়না, দিদি আমার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এদিকে চাকরীর জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন দেখে দিদির মাথায় বুদ্ধি এল, চাকরী আর আমার একটা গতি, দুটোকে এক করতে। রেজেষ্ট্রী হল, আবার দিদির শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরে যেতে দিদির শাশুড়ী বললেন, না এবাড়ীতে আর ঢুকতে পাবে না, যতদিন আশ্রয় ছিল না ততদিন থেকেছ এখন আর

নয়। আমার পা কাঁপছিল তাই রিক্সা হল। (রাণীর দিকে ঈষৎ ফিরিয়া) আসতে গঙ্গার তীর ধরে এলাম, সেটা এবাড়ী থেকে বেরিয়ে ডান দিকে না বাঁ দিকে ?

বাণী— বাঁ দিকে।

মিলি— (মাথাটা একবার বাঁ দিকে হেলাইয়া দিকটা ঠিক করিয়া লইল, তারপর) দেখুন পরের বাড়ী থাকার বড় বিপদ, সেখানে মরাও যায় না, বিয়ে নাহলেও নিজের প্রাণ নিজে নেয়া যায় না, লোকে ভাববে বিয়ে না হওয়ার দুঃখেই বুঝি মরেছে, কিন্তু সধবার মড়া দেখলেও নাকি পূণ্য হয়।

মা— আহা ! (বুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন)

মিলি— আমি অনেক আগেই চলে যেতাম। (ব্যাথ্যার সুরে) দেখুন, সেই বেলা ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছি, বাসে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে। অফিসেও অনেক হাঙ্গামা গেছে আজকে। ফিরে এসে আবার গণ্ডগোল। তারপর রেজেষ্টীর ব্যাপার নিয়েও অনেক ঘুরতে হয়েছে, কেউ পেছনে তারিখ দিয়ে নোটিশ দিতে রাজী হন না। এখানে রিক্সা থেকে নেমে দেখি তখনও পা কাঁপছে। ভাবলাম এক মিনিট বসি, তারপর যাব। গঙ্গার হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানতেও পারিনি।

রাম— আমি—

মিলি— হ্যাঁ, হাঁট হাট করাতে একটু জেগেছিলাম, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। প্রায় ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাকে ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে, ঘোমটাটা ছিল তাই কেউ দেখতে পাননি। (মুখ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়াই কেষ্টর খাটের নিকটে গিয়া ভ্যানিটি ব্যাগটা তোশকের নীচে রাখিয়

মাকে আবার প্রণাম করিল) আপনি আপনার ছেলেকে খুব ভালবাসেন। (তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল)

মা— (চমকাইয়া) অ্যাঁ ! দেখবে তুমিও তোমার ছেলেকে এমনি ভালবাসবে, এমনি কোলের বয়স থেকে তার বিয়ের স্বপ্ন দেখবে।

মিলি— (থমকিয়া দাঁড়াইয়া, প্রায় অর্দ্ধেক ফিরিয়া আবার থমকিল) স্বপ্ন দেখবে সে—যাকে আপনি নিজে বরণ করে ঘরে আনবেন। (এবার আবার সম্পূর্ণ ফিরিয়া দরজার দিকে দৃঢ় পদে গেল এবং খিলটা খুলিয়া ফেলিল)।

রাম— (দৌড়াইয়া গিয়া খিলটা পুনরায় তুলিয়া দিয়া, দরজা আগলাইয়া) করেন কি বৌদিমনি, জানেন না আজকের রাত্রে এ দরজাটা খোলা একদম বারণ !

মা— একি মা, তুমি কোথায় যাও ? কেষ্ট, ও কেষ্ট, শিগগির আয় !

রাণী— (ভিতরের দরজার নিকট গিয়া) দাদা, দাদা, শিগগির এসো !

মিলি— (রামকে জোড়হাত করিয়া আচ্ছন্নের মত) আমাকে একটু খানি কেবল ছেড়ে দাও। পৃথিবীর লোকের হাসির পাত্র হয়ে আমি আর একদিনও বাঁচতে চাই না।

মা— কই ? (চারিদিকে চাহিয়া) কেউ ত হাসছে না !

মিলি— হাসে, হাসে, আপনি জানেন না ; ডেজি. আমার দিদির নয় বছরের মেয়ে সেও হাসে আমার অবস্থা নিয়ে, ষোল বছরের ছেলে মন্টু, সেও আমার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে, ও পাড়ার সবাই হেসেছে, এখন এখানে হাসবে, (রামকে, দরজাটা আবার খুলিতে চেষ্টা করিয়া) না আমাকে ছেড়ে দাও। (কেষ্টর প্রবেশ)।

কেষ্ট— (অঘটন কিছু ঘটিয়াছে দেখিতে না পাইয়া, এদিক ওদিক চাহিল) কি হয়েছে রাণী? কি হয়েছে মা? (রাণী ও মা আগাইয়া গিয়া দুইজনে দুই হাত ধরিয়া মিলিকে দরজার নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মিলি এমন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া যে একটুও নড়াইতেপারিলেন না, মিলি আবার দরজাটা খুলিতে চেষ্টা করিল।)

রাম— (দরজাটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া) দরজাটা খুললে এখুনি ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দা'বাবুর লিগনিয়া করবে!

কেষ্ট— কি হয়েছে রাম?

রাম— বিশেষ কিছু হইনি, বৌদিমনি গঙ্গা চানে যেতে চাইছেন, আমি বলছি, আজকে রাত্তিরে দরজাটা খুলতে একদম বারণ রইয়েছে আপনার।

কেষ্ট— সেকি! এত রাত্রে গঙ্গাস্নান কি? সকাল বেলা মার সঙ্গে গেলে হয় না? না, না, পথঘাট চেনা নেই, সিঁড়িগুলি এখানে ওখানে ভাঙ্গা, জোয়ার এসেছে, একটু পা ফসকালেই কেলেঙ্কারি! গত বছর মনে নেই রাম, এমনি দিনে একটা লোক ডুবে গিয়েছিল?

রাম— (মিলিকে) ঐ শুনলেন ত এখন।

কেষ্ট— না, না, এখন কাউকে স্নানটান করতে হবে না, আরে, হঠাৎ ঠাণ্ডা টাণ্ডা লেগে একটা অসুখ-বিসুখও ত করতে পারে!

রাণী— (চক্ষু যথাসম্ভব বড় করিয়া) অ্যাঁ দাদা, এরি মধ্যে এত! বৌদিকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে বল?

কেষ্ট— (সামনে হাত উঠাইয়া, শূন্যে দুই আঙুল দিয়া চিমটি দেখাইয়া) এই এতটুকু হয়েছে।

রাণী— ঐ ওতেই হবে। মেয়েরা জিনকে খুব তাড়াতাড়ি তাল করে নিতে পারে, না বৌদি? (মিলিকে দুই হাতে ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া) দাদা কি বলছে শুনতে পাচ্ছ?

কেষ্ট— একটুও না পছন্দ হলে কি আর শুধু চাকরীর জন্যে—(মার দিকে চোখ পড়িতে লজ্জায় ও রাগে) তোর একটা কাণ্ড-জ্ঞান নেই রাণী, যার সামনে যা খুশি তাই আরম্ভ করেছিস! (মিলি ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখ প্রসন্ন)

মা— (লক্ষ্য করিয়া) আরে একি! হাতের গলার গয়না কি হল? সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁওয়ানি এখনও? কেমন যে বিয়ে দেয় কেরাণীরা!

কেষ্ট— মেজদির বিয়েতে যে দেখেছিলাম পরদিন সিঁদুর দিয়েছিল?

রাণী— মা, এত কথা জিজ্ঞেস করলে, একটা কথা কিন্তু জিজ্ঞেস করনি বৌদিকে।

মা— কি কথা?

রাণী— এই, মানে, বৌদি কোন জাতের মেয়ে?

মা— (স্তম্ভিত) তাইত, তাইত!

রাণী— ভয় নেই মা, বৌদিরা বামুন।

মা— (মুখে একটা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিল) কিন্তু যা হবার ত হয়ে গেছে, এখন আর কি সুবিধে হচ্ছে তাতে?

রাণী— বলকি মা, মাত্র লেখা-পড়া না হয়েছে, আসল বিয়েটাই ত এখনও বাকি। পুরুত ডাকাও, দিন দেখাও। দাদাকে মুকুট পরিয়ে বিয়ে করতে পাঠাও। দশক্রোশ ধরে তত্ত্ব পাঠাও, তারপর বরণ করে বৌ ঘরে তোল—

মা— ওর দিদির শাশুড়ী যে আর ওকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবেনা বলেছে?

রাণী— তাতেই বা কি, বড়পিসিমার বাড়ীতে বিয়ে হোক, সেত ব্যাপার সেই একই হবে। তাছাড়া বড়পিসিমাও খুশি হবেন।

মিলি— (অস্ফুট স্বরে বাণীকে) দিদি জামাইবাবুকে একটু খবব দিলে হত ; শুধু তাঁদেব।

মা— (শুনিতে পাইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয় ; তুমি যার নাম বলবে সবাইকে বলা হবে। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ী রয়েছে, বড দুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ী রয়েছে, ওনার ভাইবা রযেছেন—

কেষ্ট— (বাধা দিয়া) তুমি কি এখন নেমন্তন্নর লিষ্টি করতে বসলে নাকি মা ? আমি যে এদিকে ক্ষিধের মরে যাচ্ছি।

মা— (তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া) তাইত, শিগগির চল তোবা, ভাত তরকারি শুকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে কি হচ্ছে এতক্ষণ কে জানে। (দরজার নিকট গিয়া মাথা ঘুরাইয়া) বাবাকে যেন কিছু বলিস্ না তোরা আজকে, যা বলবার আমি বলব। খাইয়ে দিয়েছি, যাই ওনাকে আগে শুতে পাঠিয়েদি, তারপর আয় তোরা (মা ও রায়ের প্রস্থান)।

রাণী— (কেষ্ট ও মিলিকে) দেখ, ঠাকুর প্রণাম না করে কিন্তু ভেতরে যেতে নেই। তোমরা তৈরী হও, আমি ঠাকুর নিয়ে আসছি। (কেষ্ট ও মিলি দুইজনে পাশাপাশি চইয়া ভক্তিভরে দাঁডাইয়া রহিল, দুইজনের একবাব চোখাচোখি হইতে একবার হাসিলও। তারপর আবার গম্ভীর হইয়া দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল। একখণ্ড পুরাতন খবরের কাগজের সাহায্যে ধরিয়া সুবৃহৎ মলিন একটি জলখয়া ঝাঁটা লইয়া রাণীর প্রবেশ।)

রাণী— (ঝাঁটাটা উল্টা করিয়া দরজার পাশে বসাইয়া) নাও এবার প্রণামটা সেরে নাও দুজনে, (মিলিকে) এটা দাদার ঠাকুর, খুব প্রত্যক্ষ। মার ঠাকুর ছাতের কোঠায়। চল।

**—যবনিকা—**

---

কয়েকটি বিশেষ মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। প্রথম ও অন্যান্য পৃষ্ঠায় 'মাটী' স্থলে, 'মাটি' হইবে। অষ্টম পৃষ্ঠায় 'ইঃ কেন খাব' স্থলে, 'ইঃ কেন যাব' হইবে। ২০ পৃষ্ঠায় 'কোশালিফিকেসনস্ ?" স্থলে 'কোয়ালিফিকেসনস্ ?' ৪১ পৃষ্ঠায় 'সই করিয়' স্থলে 'সই করিয়া' ৪৮ পৃষ্ঠায় 'থুথু' স্থলে 'থুথু' ৫১ পৃষ্ঠায় 'অভিমাণ' স্থলে 'অভিমান' হইবে। অভিনয়কালে ৫১ পৃষ্ঠায় শেষের দিকে 'আঁতুরে সেই'র স্থলে 'এইটুকু' বলিতে হইবে।

---

প্রকাশক শ্রীসুধাংশু কুমার মিত্র ৮০।১ টালিগঞ্জ রোড কর্ত্তৃক টালিগঞ্জ প্রেস লিঃ, হইতে মুদ্রিত।